

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আগের সরকারের আমলে যারা স্বাস্থ্যসাধীর সুবিধা



পেতেন তারা সবাই পাবে না কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুত্মান। যারা পাবে না তাদের জন্য হবে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবীমা যোজনা। এতেও মিলবে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা। ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার: পশ্চিমবঙ্গেও লাগু হবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। তৈরি হচ্ছে



বিলা। প্রস্তুতি চলছে বিধানসভায় পেশের। তার আগে বিলটি খতিয়ে দেখতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করলো রাজ্য সরকার।

সোমবার : হরমুজ পেরোতে গিয়ে ইরানের হামলার শিকার হয়েছে



একটি বাণিজ্যিক জাহাজ। এর পরেই হামলা বাড়িয়েছে আমেরিকা। এবার হেতরান জানিয়ে দিল, আমেরিকার হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে জাহাজ চলাচলের জন্য খোলা হবে না হরমুজ।

মঙ্গলবার : অভিনেত্রী ব্রজেন্দ্রী সোবাস্রয় শিবিরে চিকিৎসা করিয়ে



পা বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মহেশতলার বাসিন্দা ৫৯ বছরের মালতি বিশ্বাস। তাঁর ছেলেকে ক্রিকেট ক্রীড়ার মাধ্যমে দেখে কাগজপত্র দেখে তদন্তের নির্দেশ দিলেন বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

বুধবার: বহুদিন পর পশ্চিমবঙ্গে বরাদ্দের খরা কাটলো কেন্দ্রীয়



পঞ্চায়েত মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠকে। পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান, কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আবাস প্রকল্পে মিলেছে আরও ১ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন।

বৃহস্পতিবার: বদলি নীতি বদলাবার পর এবার টেন্ডার নীতি



বদলে দিল নবাব। পঞ্চায়েত বা জেলা স্তরে টেন্ডার করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মুখ্যসচিবের নির্দেশে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থ দপ্তরের অনুমতি ছাড়া টেন্ডার করলে তা সরকারি নির্দেশের বিচারিত বলে গণ্য হবে।

শুক্রবার: অনুপ্রবেশকারীদের জন্য জাল নথি তৈরী ও বিদেশী



অর্থ লেনদেনের তদন্ত চালাতে উত্তর প্রদেশের অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াডকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ, হাভোয়া, মুশিদাবাদের ডোমকলে তল্লাশি চালানো পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নগদ টাকা ও সোনা।

● **সবজাতীয় খবর ওয়ালো**

পুলিশকে ট্রাকে ফেরাতে মরিয়া চেপ্টা সরকারের

ওঙ্কার মিত্র

পরিবর্তনের পরেও পুলিশের নেতিবাচক মনোভাব দেখে এ মাসের প্রথমে লিখতে হয়েছিল, ‘পুলিশের কি এখনও হ্যাণ্ডভার কার্টেনি’। এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না তা বোঝা গেল সপ্তাহ দুয়ের মতোই। পশ্চিমবঙ্গের বিমিয়ে পড়া পুলিশকে ঝাঁকুনি দিতে চেপ্টার ক্রটি রাখছেন না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দায়িত্ব নিয়েই প্রাচীন আইপিসি, সিআরপিএসি হটিয়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএনএস লাগু করেছেন। পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন। পুলিশ কর্তাদের ডেকে সভা করে বলে দিয়েছেন, কোনও অভিযোগ ফেরাবেন না, কোনও তথ্য গোপন করবেন না। তবু আড়াই মাসেও পূনোপুরি জাগানো গেল না পুলিশকে। কেমন যেন

একটা ঘুম ঘুম ভাব। অথচ প্রতিদিন থানায় থানায় চাপ বাড়ছে। হদিশ মিলছে অপরাধীর, পুরানো ফাইল খোলা হচ্ছে, নতুন নতুন অপরাধ

সরকার। আইপিএস স্তরের সঙ্গে ব্যাপক বদলি কার্যকর করা হয়েছে থানাস্তরেও। অবস্থা সামাল দিতে কেন্দ্রীয় ডেপুটিশনে থাকা বেশ

স্তরে পুলিশের বিরুদ্ধে গড়পড়তা অভিযোগ হল, অভিযোগ না নেওয়া বা নিতে টালবাহানা করা। কেউ জিডি করতে থানায় এলে পুলিশ নিজেরের ইচ্ছা মত অভিযোগ লিখিয়ে নিতে চায়। আবার নিলেও তাকে গুরুত্ব না দিয়ে ফেলে রাখা হয়। পরিবর্তনের পরেও যে এর বদল হয়নি, তার উদাহরণ বাকুইপুত্রের গণধর্ষণ। পালা বদলের পরেও এমন চললে থানায় মহিলাদের জন্য হেল্প ডেস্ক চালু করা এবং গুল্লা দমন আইন পাশ করা যে বৃথা যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এতে অপরাধের প্রতি সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিও মুখ খুবড়ে পড়বে। মুখ খুবড়ে সরকারের। এই আশঙ্কা থেকে কড়া অবস্থান নিচ্ছে সরকার। কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ প্রতিটি থানায় একজন করে ‘জিডি অফিসার’ নির্দিষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

কিছু অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারকে ফেরানোর চিন্তা ভাবনাও করছে শুভেন্দু সরকার। একেবারে প্রথম



ঘটছে, তদন্তের সংখ্যা বাড়ছে। একেবারে হিমশিম অবস্থা। এবার তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে

বাঁধ উপচে নোনা জল ঢুকে প্লাবিত গোবর্ধনপুর

রবীন্দ্র দাস, **পাথরপ্রতিমা :** সমুদ্র বাঁধ উপচে নোনা জলে ঢুকে প্লাবিত হয়ে গেল পাথরপ্রতিমার জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনপুর এলাকা।

১৭ জুলাই জোয়ারের সময় হঠাৎই গ্রামের পূর্ব-পশ্চিমের ১২০০ মিটার বেলায় সমুদ্র বাঁধ থেকে নোনা জল ঢুকে পড়ে। এর জেরে প্রায় ৩০০ বিঘা কৃষিজমি প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৫০টি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। নোনা জল ঢুকে ধানের বীজতলা ও পুকুরের মাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গ্রামের একটি নলকূপও নোনা জলে ডুবে গিয়েছে। যে কারণে এই মুহূর্তে ওই গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা দেখা



দিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসনের কোনো হেলদেল নেই। তাদের দাবি, এখানে পাকাপোতা বাঁধ তৈরি করা না হলে, আগামী দিনে এই গ্রাম সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো

হয়েছে, যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে ওখানে নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হবে। পানীয় জলসহ অন্যান্য বিষয়ে গ্রামবাসীদের যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রাখা হয়েছে।

২০ দিনে তিন দফা গঙ্গা ভাঙনে আতঙ্কে বলাগড়

সুত্রত মণ্ডল, **বলাগড় :** বর্ষার দাপটে হুগলি জেলার বলাগড় ব্লকে গঙ্গা ভাঙন ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ২০ দিনের মধ্যে ব্লকের তিনটি পৃথক এলাকায় নদীভাঙনের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ১১ জুলাই জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চর খয়রামারি এলাকায় গঙ্গার ভাঙনে পিচের রাস্তার একাংশ নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। ফলে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গা ভাঙন চললেও স্থায়ী প্রতিরোধ



ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। বর্ষা এলেই বহুই বসতিভিটে, কৃষিজমি, রাস্তা ও জনপরিকাঠামো ভাঙনের মুখে পড়ছে। এরপর **দুয়ের** পাতায়

জল যন্ত্রণার খবর পেতে নয় কন্ট্রোল

বরুণ মণ্ডল, **কলকাতা :** বর্ষাচলকালীন জমা জলের পরিস্থিতি দ্রুত জানতে কলকাতা পৌরসংস্থা তাদের কন্ট্রোল রুমকে আধুনিক করছে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সরাসরি এখন থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার কন্ট্রোল রুমে পৌঁছাবে। এ নিয়ে পৌর সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পৌরসংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার লালবাজার কন্ট্রোল রুমে জমা জল সংক্রান্ত কোনও খবর এলেই, তা সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার কন্ট্রোল রুমে পৌঁছাবে যাবে। এছাড়াও কলকাতা পৌর এলাকার কলকাতা পৌরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত কমবেশি ২৯টি নিকাশি পাম্পিং স্টেশনে সেপার বসানোর বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

স্কুলের সামনে ড্রেন বন্ধ, ক্ষোভ বাড়ছে

পার্শ্ব কুশারী, **চান্দাঘাট :** সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চান্দাঘাট নীলমণিকর বিদ্যালয় চত্বর ও সংলগ্ন রাস্তা। স্কুলের ঠিক সামনেই কৃত্রিম বন্যার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ এলাকায় ড্রেন থাকলেও তা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, ফলে জল জমে ব্যাহত হচ্ছে পঠনপাঠন, পাশাপাশি চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা। এলাকাবাসী সনৎ কুমার সানফুইয়ের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে এই নিকাশি সমস্যা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার প্রায় ৩০০ জন অস্থায়ী সাফাই কর্মী অত্যন্ত কম বেতন ও সরকারি স্বীকৃতি না থাকার অভিযোগ তুলে ১৫ জুলাই থেকে কাজ বন্ধ করে দিলেন। একই সঙ্গে এদিন রাস্তা অবরোধ করে তারা বিক্ষোভে शामिल হন পুরসভার সামনে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দৈনিক ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। তার পরিবর্তে মাত্র ৩০০ টাকা বেতন পান। পুরপ্রধানের কাছে বেতন বৃদ্ধির আবেদন-নিবেদন করেও সুরাহা হয়নি। তাই তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত তারা কাজ করবেন না বলে জানিয়েছেন। সাফাই কর্মীদের এই বিক্ষোভ ও কর্মবিরতির ফলে ব্যাহত হয়েছে পুরসভার সমগ্র পুর পরিষেবা।

এ প্রসঙ্গে পুরপ্রধান দিলীপ

মজুমদার বলেন, ‘শনিবার সাফাই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা হবে। তবে সাধারণ মানুষ যাতে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।’ এ ব্যাপারে বিজেপি কাউন্সিলার ও হাবড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল বলেন, ‘আগেই কর্মীদের দাবি ন্যায্য। এর আগে শঙ্কর আচা (ডাকু) চেয়ারম্যান থাকাকালীন তো চারকিগুলো বিক্রি করে খেয়েছে। আসলে পুরপ্রধানের এই চেয়ারটা টেঙার হচ্ছে।’ এ বোশি টাকা দেবে সে চেয়ারটা পাবে। আর সেই চেয়ারে যে বসে সে তো তিন-চার গুণ ইনকাম করে বাড়ি নিয়ে যাবে। এইসব মানুষগুলোর কাছে এসেও মূল্য নেই তাদের কাছে। তবে এদের দাবি ন্যায্য। আর এই দাবি পূরণ করতে হবে। আমিও এদের সাথে शामिल হব।’



চললেও প্রশাসন নির্বিকার। ড্রেনগুলো পরিষ্কার না করার ফলেই জল জমে এই কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তা এবং স্কুলের সামনের চত্বর হাঁটু সমান জল জমে যাওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বার বার স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা না মিলায় বর্তমানে চরম ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। অবিলম্বে এই নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝঁপিয়ে দেবেন ক্ষুব্ধজনতা।

কার্যকারিতা ও গুরুত্ব না থাকায় এটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ১৯২৩ সালের ওয়াচ টাওয়ার এবং প্রবেশ পথের চলন সেতুটি তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৫৬ সালে ২০ জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক আক্রান্ত ও বিতাড়িত হয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ডেক সাহেব কিছু গোরা সৈন্য লোকজন নিয়ে পাগিয়ে এসে এই ডাচদের ঘাঁটির কাছাকাছি একটি স্থানে বর্তমানে যেখানে বসু বিজ্ঞান উদ্যান আছে অস্থায়ী কুঠি তৈরি করে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন ফলতা এসে মিলিত হন এবং ওখান থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৭৫৬ সালে সৈন্যদল নিয়ে বজবজ দুর্গ আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে হুগলি নদীপথে রওনা হন।

তসলিমা আসছেন কলকাতায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ টা বছর পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই বাংলায় বাম পরবর্তী টিএমসি জমানা শেষ করে ২০২৬-এ চলছে বিজেপি সরকার। ‘ভয় আউট ভরসা ইন’ স্লোগানে যারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে তাদের সহযোগিতায় নির্ভয়ে মাত্র তিন মাসের মাথায় সিপিএম জমানার বিতর্কিত সেই লেখিকা তসলিমা নাসরিন পশ্চিমবঙ্গে আবার পদার্পণ করছেন ১ আগস্ট রবীন্দ্র সদনের এক সাহিত্য সন্ধ্যায়।



মুক্ত পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদ বিরোধী প্রতিবাদের অগ্রিসম প্রতীককে নিয়ে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছে সেকুলার মিশন, হিউম্যান রাইটস বিয়ন্ড ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য। এই তিন সংস্থার আয়োজনে সাহিত্য বাসরে উপস্থিত থাকতে সম্মতি জানিয়েছেন লেখিকা। যদিও এই নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে। সামাজিক মাধ্যমে কেউ সমর্থন জানালেও অনেকেই তার প্রত্যাভাবনকে মেনে নিতে পারছেন না।

সেকুলার মিশনের পক্ষ থেকে আইইজবী ও সমান মল্লিক বলেন, ২০০৭ সালে তসলিমা নাসরিনের লেখা ‘দ্বিখন্ডিত’ বইটি সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে হাইকোর্ট সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়। এরপর মুসলিম মৌলবাদীরা রাজ্য সরকারের মদতেরেই ষড়যন্ত্র করে উত্তাল করে তুলল কলকাতা, নামাতে হল সেনা। এই চিত্রনাট্যে ভর করেই তাঁকে ভুল বুঝিয়ে নিরাপত্তার স্বার্থে পালিয়ে দেওয়া হলো দিল্লিতে। তসলিমা চোখের জলে বিদায় নিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। কলকাতা হারালো তার সার্বজনীন সংস্কৃতিকে। সিপিএম সেই সময় মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে আঘাত যাতে না আসে সেইাই প্রধানত ভেবেছিল। যদিও তসলিমা নাসরিন যখন পশ্চিমবঙ্গে আসেন তখন জোড়ি বসু নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ডেকে বসেছিলেন, ‘তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি মুখিয়ে আছি’। কিন্তু পরবর্তীকাল মৌলবাদী আগ্রাসন ও ডোমট্যাঙ্ক সিপিএম নেতৃত্বকে আশঙ্কিত করে তোলে। তিনি আরো অনেক কবি সাহিত্যিক সংগঠন তাকে আনবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুতেই সরকার সাথ দেয়নি। গত তৃণমূল সরকারের আমলেও তাকে আনার কথা ওঠে, কিন্তু নিরাপত্তা দিতে চায়নি সেদিনকার সরকার।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

এবার কি হাল ফিরবে ফলতার ঐতিহাসিক ডাচ দুর্গের

কুনাল মালিক

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার আগে এদেশে ডাচেরা তাদের বাবসা-বাণিজ্য বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চুঁচুড়া বরানগরের মতো হুগলি নদীর তীরে তৎকালীন পেঁচাকুলি পরগনার ফলতায় তারা তাদের ঘাঁটি ও কারখানা স্থাপন করেছিল। তাছাড়া এখানে তারা বাণিজ্য বন্দর স্থাপন করেছিল। বাণিজ্য বন্দরটি পার্শ্ববর্তী বিশড়া গ্রামের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখান থেকে ডাচেরা সুতিবস্ত্র, আকিম, গাঁজা, চিনি, চাল প্রভৃতি তাদের নিজস্বের দেশে রপ্তানি করত। সমুদ্রপথে যাতায়াতের সময় শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জাহাজে যেসব গোলাবর্ষক রাখার প্রয়োজন হতো সেগুলি এখানকার ঘাঁটি থেকেই তারা সংগ্রহ করে

নিতো। আর তাই সেই বারুদ রাখতে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজস্বের আত্মরক্ষার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা ফলতায় একটা দুর্গ বা কেল্লা নির্মাণ করেছিল। সম্প্রতি ফলতায় গিয়ে ফলতা থানার অনুরেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পাশে সেই ডাচ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। চারিদিকে আনুমানিক ৭০ ফুট চওড়া গভীর গড়খাত বা পরিখা বেষ্টিত ছিল দুর্গটি। পরিখাটি আজও চোখে পড়ে এবং তার সঙ্গে গঙ্গার সংযুক্তি থাকায় পরিখায় বসবাসের জায়গা করে দেওয়া হয়। সেই থেকে তারা এখানে বসবাস করছেন। দুর্গের চারিদিকে যে গড় আছে তাতে বেশ ভালো মাছ চাষ হচ্ছে বলে বর্তমানে জানা গেল। দুর্গ মধ্যস্থ একটি উঁচু জায়গায় প্রায় ৫০ ফুট

উচ্চ লৌহ নির্মিত ভগ্নপ্রায় আলোক স্তম্ভটি আজও বিদ্যমান।

১৯৬০ সালের ২৩ জানুয়ারি তৎকালীন ফলতা থানার ওসি হিরন্ময়



প্রামাণিক কর্তৃক ফলতার ডাচ দুর্গ থেকে একটি ১০ ফুট গোলা নির্গমনের কামান ফলতা থানা চত্বরে রাখা আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুর্গটির আর কোন

পরবর্তী সময়ে এই দুর্গ মধ্যস্থ জায়গায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ বাম জমানায় একটা পরিদর্শন কুঠি নির্মাণ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন তা সংস্কারের অভাবে চোখে পড়ল সেটিও জরাজীর্ণ কঙ্কালসার অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তা যেহেতু পালাবদল হয়েছে তাই ফলতার জনগণ আশা করছে এই ঐতিহাসিক ডাচ দুর্গের সংস্কার হোক এবং জেলা পরিষদের কঙ্কালসার সার্কিট হাউসটিকে ভেঙে ফেলে নতুন করে একটি পরিদর্শন কুঠি তৈরি করা হোক। সেই সঙ্গে ফলতার যে ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য আছে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এসব যারা জানে না তাদের কাছে সেই ঐতিহাসিক তথ্য কোন মিউজিয়ামের মাধ্যমে তুলে ধরা হোক।

ছবি : অরুণ লোখ

অবশেষে ধর্ষণস্থলে পুলিশ, উত্তর নেই বহু প্রশ্নের

পার্থ কুশারী, **বারুইপুরে** : বালিকা ধর্ষণ-খুনকাণ্ডে এত দিনে সামনে এল ধর্ষণের জায়গা। ঘটনার প্রায় ১০ দিন পর ১৪ জুলাই সেখানে তদন্তে গেল পুলিশ। যে পুকুরে দেহ মেলে, তার কয়েকশো মিটার আগে রেললাইনের ধারের ওই ঘোপ থেকে উদ্ধার হয় মর্মের বোতল, গ্লাস ও এক অভিজ্ঞের ফেলে যাওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্সও। ফরেনসিক দল ও সিআইডির ফিস্টারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা ওই এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ



করেন। কিন্তু ঘটনার এত দিন পর, বিশেষ করে টানা বৃষ্টির মধ্যে আদৌ কোনও কার্যকর নমুনা অবশিষ্ট আছে কিনা, সেই প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি আরও প্রশ্ন, ওই জায়গার পাশ দিয়ে দেহ উদ্ধারের জায়গায় একাধিকবার যাওয়া–আসা হলেও পুলিশ কেন এত দিন ওই জায়গায় তদন্তে যায়নি! গত ৫ জুলাই রেল লাইন থেকে কয়েকশো মিটার ভিতরে দুধম জলাজমির মধ্যে একটি পুকুর থেকে বালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। প্রথম থাকেই মনে করা হিছিল, অন্যত্র তদন্তকারীরা?

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা

নজম্ব প্রতিনিধি : আব্বারে বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেপ্তার ১ ব্যক্তি। বারুইপুর থানার শাসন এলাকার ঘটনা। সেখানে এক নাবালিকাকে নিয়ে একটি ভাড়া ঘরে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই নাবালিকা এবং সামান্ আলী নামে ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে। তাদেরকে ধরে বারুইপুর থানায় খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে দুজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।।

পুলিশ সূত্রে খবর ওই নাবালিকার ব্যারাকপুর এলাকায় বাড়ি। সেখান থেকে পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে শিয়ালদহ স্টেশনে আসে। সেখানেই খাবারের লোভ দেখিয়ে মথুরাপুর এলাকার বাসিন্দা এই সামান্য তাকে নিয়ে বারুইপুরের শাসন এলাকার আসে। এই ঘটনা ইতিমধ্যেই বারুইপুর থানার পুলিশ সামাদকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তুলছে। অন্যদিকে মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেয় বারুইপুর থানা পুলিশ।

ঝড়খালি–ক্যানিং রোডে সরকারি বাসের সূচনা

নিজম্ব প্রতিনিধি: ১৪ জুলাই ঝড়খালি থেকে ক্যানিং রোডে ২টি সরকারি বাসের উদ্বোধন করলেন সুন্দরবন মন্ত্রী পীপঙ্কর জানা। উল্লেখ্য ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ১২৮ বাসস্ত্রী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন বিকাশ সরদার। দলের ইন্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জিতলে মহিলাদের যাতায়াতের জন্য বাসে ভাড়া দিতে হবে না। নির্বাচনে পরাজিত হলেও প্রতিশ্রুতি ভুলে যাননি। শুধু তাই নয়, ক্যানিং ঝড়খালি রোডে কোন সরকারি বাস পরিষেবা নেই। প্রতিশ্রুতি এবং মহিলাদের কথা মাথায় রেখে এবার ঝড়খালি–ক্যানিং রোডে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে সরকারী বাসে মহিলাদের ফ্রীতে



যাতায়াতের সুবিধা করে দিয়েছেন। অথচ সুন্দরবনের ঝড়খালি–ক্যানিং রোডে সরকারি বাস চলাচল করে না। ফলে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্ষিত হচ্ছিলেন বাসস্ত্রী বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা। তাদের কথা চিন্তা করে সরকারি বাস চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিজেপি নেতৃত্ব। উল্লেখ্য প্রথমেই দুটি বাস চলাচলা করবে। পরবর্তী সময়ে তা বাড়ানো হবে। এই সরকারী বাস চলাচলে এলাকার হাজার হাজার মায়েরা উপকৃত হবেন বলে আশাবাদী সুন্দরবন মন্ত্রী।

হেরোইন ও টাকা সহ গ্রেপ্তার মা ও ছেলে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : নগদ ৬ লাখ ৬০০ হাজার টাকা ও ৬১০ গ্রাম হেরোইন সহ মা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে জীবনভলা থানার অধর্গত ঘুটিয়ারী শরীফ এলাকায়। ধৃতরা হল রোশনারা বিবি ও রশিদ লস্কর। ধৃতদের বাড়ি ঘুটিয়ারী শরীফের বাঁশড়া পঞ্চায়েতের হালদার পাড়া এলাকায়।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে মা ও ছেলে বিপুল পরিমাণ টাকা ও হেরোইন নিয়ে সন্দেহজনক ভাবে ঘুটিয়ারী শরীফ স্টেশন সংলগ্ন নবপল্লি

ধর্ষণ-খুন করে দেহ এনে ওখানে ফেলা হয়। যদিও তদন্তকারীরা এ ব্যাপারে এত দিন মুখ খোলেনি। হেফাজতে থাকা আনন্দ সর্দার, দিবাকর সর্দার ও কবীর মোল্লাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে তদন্তে যায় পুলিশ। তখনই রেললাইন সংলগ্ন একটি ঘোপের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। পরে পুলিশের একটি সূত্র জানায়, ওই জায়গাতেই সেই রাতে ধর্ষণ করা হয়। তারপর জলাপথে দেহ নিয়ে গিয়ে ফেলা হয় প্রায় ৭০০ মিটার ভিতরে সেই পুকুরে। পুলিশের পাশাপাশি ফরেনসিক ও সিআইডির দলও এ দিন ঘটনাস্থলে আসে। তারা ধর্ষণের জায়গা ও দেহ উদ্ধারের জায়গা খতিয়ে দেখেন। তিন অভিজ্ঞকে অবশ্য এ দিন দেহ উদ্ধারের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়নি।

পুলিশের দাবি, ওই জায়গার খোঁজ আগেই মিলেছিল। ফিতে দিয়ে ঘেরাও আগেই হয়েছে। কবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি পুলিশ। অথচ, গত কয়েকদিনে ওই এলাকায় একাধিকবার যাতায়াত করা অনেকেই জানাচ্ছেন, ফিতে দিয়ে ঘেরা চোখে পড়েনি। গত শুক্রবার ফরেনসিক ও সিআইডি দল যখন প্রথম তদন্তে আসে, তখনও ওই জায়গা ঘেরা ছিল না। ওই জায়গার পাশ দিয়েই তারা হেঁটে দেহ উদ্ধারের জায়গায় যান। ফরেনসেও ওই পথে। কিন্তু ওই জায়গায় যাননি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি এত দিন ওই জায়গার কথা জানতেনই না তদন্তকারীরা?

রবীন্দ্র কাননে নজরদারতে বজবজ থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, **বীরভূম** : আলিপুর বার্ডায় গত সংখ্যায় ‘বজবজ রবীন্দ্র কাননে অনৈতিক কার্যকলাপ’ শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে আমরা উল্লেখ করেছিলাম ১৫ টাকার টিকিট কেটে যে কেউ ঢুকে পড়ছে রবীন্দ্র কানন ও শিশু উদ্যানে যার পরিচালনায় আছে বজবজ ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। অধিকাংশ যারা ঢুকছেন তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং কোন রেজিস্ট্রেশন বা পরিচয় পত্র দেখা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে রবীন্দ্র কানন ও শিশু উদ্যান জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেই অর্থে কোন নজরদারিও নেই। বাইরে কোন সিসিটিভিও নেই। এলাকার অনেক মানুষজন অভিযোগ করেছিলেন যে যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা এখানে ঘটে যেতে পারে। এই খবর

বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করে দেব অনুব্রতকে খোকন দাস

বিশাল দাস, বোলপুর : বীরভূমের রাজনীতিতে ফের চড়ল রাজনৈতিক তরঙ্গার পারদ। তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা খোকন দাস। এক রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অনুব্রত মণ্ডলকে উদ্দেশ্য করে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘আপনার বয়স হয়ে গিয়েছে। তাই আর বেশি লক্ষ্যরূপ না করে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকুন। প্রয়োজনে আপনার জন্য বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করে দেব। সেই ভাতা নিয়েই বাড়িতে থাকুন।’

এখানেই থেমে না থেকে বিজেপি নেতা আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অনুব্রত মণ্ডল নানা ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই পুরনো রাজনৈতিক দাপট আর কাজ করেন না।

নিজের বক্তব্যে খোকন দাস আরও কটাক্ষ করে বলেন, ‘এতদিন অনুব্রত মণ্ডল অনেক চোলা বাজিয়েছেন, কিন্তু সেই চোল কোম্পানি আর চলবে না।’ পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, অনুব্রত মণ্ডলের ভাগ্য ভালো যে এখনও পশ্চাত্তর বিরুদ্ধে জনরোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। খোকন দাসের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চালা শুরু হয়েছে। বিজেপি ও তৃণমূলের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আবহে তার এই বক্তব্য নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

পাট ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগ

নিজম্ব প্রতিনিধি : উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে বিজ্ঞানী, কৃষক ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ১৪ জুলাই পাট ক্ষেত্রে উন্নয়নে একটি সমন্বিত রোডম্যাপ তৈরির আহ্বান জানান। তিনি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, যান্ত্রিকীকরণ, গুণগত মানোন্নয়ন, মূল্য সংযোজন এবং কৃষকদের জন্য উন্নত বাজার–সংযোগ নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যারাকপুরে আইসিএআর–সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট আন্ড অ্যালায়েড ফাইবার্স অ্যোজিট কৃষক সভা এবং কৃষক–বিজ্ঞানী–বিশেষজ্ঞ মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পাটচাষিরা যাতে লাভজনক মূল্য পান এবং বিশেষ পাট উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়, সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্র সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিজ্ঞানী, কৃষক, স্বনর্ভবী গোষ্ঠীর সদস্য, উদ্যোগপতি এবং শিল্প প্রতিদিনীদের উদ্দেশ্যে তিনি চৌহান বলেন, পাট কেবল একটি কৃষিজ ফসল নয়, এটি ভারতের কৃষি ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রচেষ্টা, পাটচাষি এবং এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক মানুষের জীবনমান উন্নত করা। আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাব, যাতে ভারত শুধু বিশ্বের বৃহত্তম পাট উৎপাদকই না থাকে, কার্যকর ব্যবহারের পরামর্শ দেন।’ তিনি ঘোষণা করেন, পাট ক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য কৃষক, বিজ্ঞানী, শিল্প প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে একটি বিশেষ চিহ্নন বৈঠকের আয়োজন করা হবে।

এর আগে আইসিএআর–সিআরআইজেএফ–এর অধিকর্তা ড. গৌরদাস কর অতিথিদের স্বাগত জানান এবং কৃষক, স্বনর্ভবী গোষ্ঠী ও অন্যান্য অংশীজনদের জন্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও

আলিপুর বার্তার খবরের জের



সংবাদপত্র মাধ্যম বজবজ থানা জানতে পারার পর নড়েচড়ে বসলো

পুলিশ। সম্প্রতি বজবজ থানার আইসি হয়েছেন নিরুপম মন্ডল।

হাসপাতালের গাফিলতিতে মৃত্যু!

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : প্রশ্নের মুখে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল! চিকিৎসায় গাফিলতি ও সময়মতো স্নেক অ্যান্টিডেনম না দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। মৃত্যুর নাম হাসি দাস। তিনি রামপুরহাট থানার কুসুম্বা গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের দাবি, ৬ জুলাই নিজের বাড়িতে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হওয়ার পর তাকে দ্রুত রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে

হাসপাতালে আনার পর জরুরি বিভাগে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, জরুরি বিভাগে আনার পর রোগীকে ইমারজেন্সি ওয়ার্ড থেকে ২০ নম্বর কক্ষ হয়ে ১২ নম্বর কক্ষে ভর্তি করাতে ১ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়। এরপর মহিলা ওয়ার্ডে স্থানান্তর করতেও আরও প্রায় আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। তাদের অভিযোগ, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও প্রয়োজনীয় স্নেক অ্যান্টিডেনম সময়মতো

কাটোয়া–আজিমগঞ্জ শাখা ট্রেনের ধাক্কায় ২ স্কুল পড়ুয়া সহ মৃত ৫



নিজম্ব প্রতিনিধি, মর্শিদাবাদ : ১৭ জুলাই সকালে মর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্ভুক্ত কর্ণসুবর্ণ সন্নিকট গোবিন্দপুর রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় দুই স্কুল পড়ুয়া সহ ৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে স্কুলগাড়ি চালক ও পড়ুয়া

ঘটনায় সংশ্লিষ্ট গেটম্যান এবং একজন সুপারভাইজারকে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গোটা ঘটনার যথাবহিহিত তদন্ত শুরু করেছে রেল দপ্তর। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের অভ্যাসমতো এদিন একটি ট্রেন চলে যাওয়ার পরপরই ওই রেলগেটটি খুলে দেওয়া হয়েছিল। সেইসময় খোলা রেলগেটের ওপর দিয়ে একটি স্কুলগাড়ি এবং একজন প্রবীণ স্টেটম্যানকে আরোহী পার হচ্ছিলেন। ঠিক সেইসময় উস্টোদিকের নিমতিতা–কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ঝড়ের বেগে ছুটে এসে সজোরে ধাক্কা মারলে স্কুলগাড়ি সহ সাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত গেটম্যানকে থিরে ব্যাপক হস্তগত করা হয়েছে পড়োঁল এবং ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ ওই শাখায় রেল চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।



নজরদারিতে আসে। এরপর গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, অত্যন্ত নির্মমভাবে গাড়িটিতে ৫টি গরুকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় নদীয়ার হরিণঘাটা থানার মোহনপুর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ গাড়িটি সহ দুই ব্যক্তিকে আটক করে। জানা গিয়েছে, গাড়িটি কল্যাণী মোড় হয়ে কুন্দনগর রোড দিয়ে বামাসতের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গরুগুলিকে নিয়ে যাওয়া হিচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাজায় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

দক্ষিণ দমদম পুরএলাকায় অবৈধভাবে জলের লাইন দেওয়া হচ্ছে (নিজম্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ দমদম পুর এলাকায় পুরসভার ঠিকাদাররা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নতুন তৈরী বাড়ীতে পানীয় জলের লাইন চালু করে দিচ্ছেন। ফলে পুরানো বাসিন্দাদের জলকষ্ট দিন দিন বেড়েই চলেছে। অভিযোগে প্রকাশ, নতুন বাড়ীতে পানীয় জলের লাইন বসাবার সময় ঠিকাদাররা ফেব্রল ব্যবহার করছেন না। ফেব্রল না বসিয়ে জলের পাইপ থেকে সরাসরি লাইন করে দিচ্ছেন। এই ধরণের অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে মোটা টাকার লেন দেন চলছে। শ্রীভূমি কল্যাণ সমিতির জনৈক মুখপাত্র জানানেন। গত ৪ঠা জুন এই ধরণের একটি অবৈধ কাজ ধরা হয়।

সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পুরসভার নীতি বিহির্ভূত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যা করছি বেশ করছি। –ক্ষমতা থাকে তো বাধা দিন। মুখপাত্রটি আরও জানানলেন, পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের দুর্নীতি পরায়ণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যোগসাজস ছাড়া ঠিকাদারদের পক্ষে এই ধরণের অবৈধ কাজ প্রকাশ্যে করা সম্ভব নয়। প্রকাশ, জনবসতি ও লোকসংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পানীয় জল সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন পরিকল্পনা আজও গ্রহণ করেন নি।

১০ম বর্ষ, ১৭ জুলাই ১৯৭৬, শনিবার, ৩২ সংখ্যা

১০০ দিনের কাজের নতুন রূপ গঙ্গাসাগরে

সৌরভ নন্দর, গঙ্গাসাগর ৭ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ফের শুরু হল গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প। ২০২১ সালের

পরবর্তী সময়ে দুর্নীতির অভিযোগে মুখিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে দীর্ঘ বিরতির পর নতুন অঙ্গিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রকল্প পুনরায় চালু হওয়ায় স্বস্তিতে এলাকার সাধারণ মানুষ। এবার থেকে এই প্রকল্প আর ‘১০০ দিনের কাজ’ নামে পরিচিত হবে না। এর নতুন নামকরণ করা বড় সুখবর। জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগরের কমলপুর এলাকায় এই নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

এই বিষয়ে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল দেখা দিয়েছেন। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা আবারও সচল হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।



কাজ পুরোদমে চালু হয়ে যাবে।

দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকার পর পুনরায় প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার দিনমজুর ও প্রান্তিক মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা আবারও সচল হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান



নিজম্ব প্রতিনিধি : ১৪ জুলাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের আমতলায় নিবারণ দত্ত রোড এবং ১১৭ নম্বর ডায়মন্ড হারবার জাতীয় সড়কে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নিলেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নন্দর। রাস্তার দুদিকে বিভিন্ন আবর্জনা যেগুলো দীর্ঘদিন জমেছিল নিজে হাতে বেচুচা দিয়ে তা পরিকার করেন বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন বিষ্ণুপুর থানার আইসি সৌম্য মিত্র ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। বিধায়ক মাইক হাতে নিয়ে প্রচার করতে করতে এই অভিযানে অংশ নেন। তিনি বলেন যে রাস্তার দুদিকে ফুটপাথ দখল করবেন না এবং যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। আপনার নিজের এলাকা স্বচ্ছ এবং দূষণমুক্ত রাখুন। প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন। প্রসঙ্গত আমতলা নিবারণ দত্ত রোডে রাস্তার দুদিকে যে ফুটপাথ আছে সেগুলো ক্রমেই দখল হয়ে যাচ্ছিল। এবং ব্যবসায়ীরা ও সাধারণ মানুষজন রাস্তায় যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলায় দৃশ্য ছড়াচ্ছিল। বিধায়ক অগ্নিশ্বর নন্দর এবং বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাতে এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি। এলাকার নিতাবাত্রীরা জানাচ্ছেন, রাস্তার ফুটপাথ যেন সারা বছর দখল মুক্ত থাকে এবং আমতলায় যত্রতত্র যেন আবর্জনা ফেলা না হয়।



রথযাত্রার পবিত্র তিথিতে ধুমধাম করে দুর্গাপূজার খুঁটিপূজো সম্পন্ন হল সাগর ব্লকের কমলপুর গ্রামে। এই গ্রামে আগে কখনো দুর্গাপূজা হত না, তাই এবারই প্রথম আয়োজিত হতে চলেছে নতুন এই দুর্গোৎসব। এদিন প্রথা মেনে নারকেল ফাটিয়ে খুঁটিপূজার শুভ সূচনা করেন সাগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কানাইয়া কুমার রাও।

খবি : নিজম্ব

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ১৮ জুলাই – ২৪ জুলাই, ২০২৬

মন্দিরে চুরি বন্ধ হোক

মন্দিরময় ভারতবর্ষে যুগে যুগে নানা নির্মাণ হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মমতের দর্শনকে আত্মস্থ করেছে ভারত। মিশ্র সংস্কৃতির উর্বর জমিতে নানা মনীষি, সুফি সাধক, শক্তি সাধক, বৈষ্ণবীয় ভাবনায় জারিত কাব্য, নাটক, সঙ্গীত এদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। ধর্ম চর্চাকে কেন্দ্র করে সারা দেশ জুড়েই অজস্র মন্দির গড়ে উঠেছে। যেখানে ঈশ্বরকে সোনা–রূপো, অর্থ ভালবেসে নিবেদন করছে ভক্তরা। একসময় রণজিৎ সিং বারাণসীর বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়া স্বর্ণ মন্দিরের আদলে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। আজও তার অনেকটাই সংরক্ষিত আছে। যদিও পরাধীন দেশের শাসকরা বহু মূল্যবান রত্ন, সোনা ইত্যাদি লুণ্ঠন করেছে বলে ইতিহাসবিদদের মত।

পশ্চিমবঙ্গে বহু মন্দির, স্থাপত্য অযত্ন-অবহেলায় অনেকটাই পূর্বের জৌলুস হারিয়েছে। পূর্ববঙ্গে বহু প্রাচীন মন্দির আজ বিগ্রহশূন্য কিংবা লুণ্ঠভরাজের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এ বাংলায় কালী কিংবা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ থেকে দামি অলংকার চুরির ঘটনা কয়েক বছর আগেও প্রায় প্রতি মাসেই ঘটত। সাম্প্রতিক অতীতে একদা কালীঘাট মন্দিরে, তারাপীঠে এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গহনা চুরির ঘটনা ঘটেছিল।

ভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলিতে সাম্প্রতিককালে যে সব ভয়ঙ্কর অর্থ তছরপের ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে তা এক কথায় বিরলতম। অযোধ্যার রামজন্মভূমি ট্রাস্ট কিংবা কেশদারনাথ মন্দিরে অর্থ, সম্পদ চুরি করার ঘটনার পিছনে যে বা যারাই থাকুক তা প্রকাশ্যে আসা প্রয়োজন। মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার প্রতি কেউ অসম্মান করতে পারে না। প্রতিদিন অযোধ্যায় রাম মন্দিরের পরিচালন কমিটির কারুর কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। তলস্ত চলছে। সাধারণত ভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলিতে সিসিটিভির ব্যবস্থা থাকে। দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু মন্দির সম্পদে পরিপূর্ণ। পল্লনাত স্বামীর মন্দির কিংবা তিরুপতি মন্দির প্রতিদিন ভক্তদের নিবেদনে পূর্ণ থাকে তাদের কোষাগার। সংবাদে প্রকাশ, এ মাসেই একটি দিনে তিরুপতি মন্দিরে ৯৭ কোটি টাকা জমা পড়েছে। পূবীর মন্দির কিংবা কামাখ্যা মন্দিরগুলিতে সারা বছর ভক্তদের যাতায়াতে ভীড় লেগেই থাকে। ভারতের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি ছাড়াও স্থানীয় স্তরে বহু মন্দির আছে, আছে ঐতিহ্য বহন করা মন্দির স্থাপত্য। চোরেদের কু–নজর এড়িয়ে যাতে মন্দিরগুলি ভগবান আর ভক্তের মিলনস্থল হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিটি মন্দির কেন্দ্রীক তীর্থে ভক্তদের পাশাপাশি বহু পরিবারের জীবন–জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। দেশের অর্থনীতির স্বার্থেই মন্দিরে মন্দিরে চুরি বন্ধ হওয়া জরুরী।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

সূতরাং হে পুত্র! সঙ্কল্পকে বাহ্যবিষয় হতে নিবৃত্ত করে চেতনোে বিশ্রাস্ত করার প্রচেষ্টা করা উচিত। সঙ্কল্পই হল মতি বা মন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ নামক এই ত্রিগুণে সেই সঙ্কল্প বা মনের তিন রকম দেহ আছে। নিকৃষ্ট তমোগুণাঘিত মন কৃমি–কীট স্বভাবের, রজোভাবে জীব জ্বী–সন্তানসহ জগৎপারায়ণ এবং সত্ত্বগুণে কর্মপরায়ণ হয়ে মুক্তিপথে চালিত হয়। সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত হয়ে এ তিনগুণও বর্জিত হয়ে যায়, তখনই পরমপদে মুক্তি লাভ হয়। সঙ্কল্পক্ষয়ের উপায় হল, বহির্লুপ্তি সংবরণ ক’রে মন দিয়ে মনকে নিরুদ্ধ করা। যত বাহ্য ও আন্তরিক সঙ্কল্প উপলব্ধ হয়, সমস্ত সঙ্কল্পের উচ্ছেদ করতে সঙ্কল্প করতে হয়। অন্যথায় সহস্র বছর তপস্যা ক’রেও পরমপদে স্থিত হওয়া যায় না।

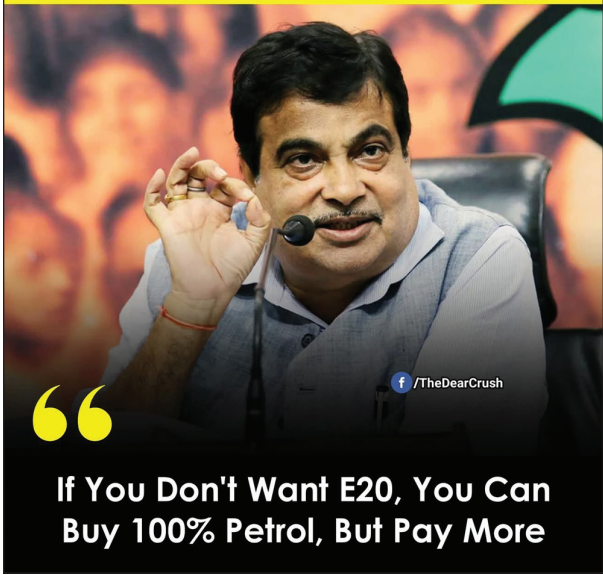
স্বয়ং গুরু বা হরি–হর–ব্রহ্মাও যদি করুণা করে সদুপদেশ দেন তাতেও তোমার মুক্তি অথবা থেকে যাবে, যদি স্বয়ং সঙ্কল্প পরিহার না করা সঙ্কল্প–সূতায় সমস্ত পদার্থ গ্রথিত থাকে, তাই সেই সূত্র ছিল না হলে জড় অসংপদার্থ চিন্তে সম্পৃক্ত থাকবেই। সঙ্কল্প থেকেই অসৎ ও সং ভাব উদ্ভূত হয়। সাং বা অসৎ ভাবের অধীনে সঙ্কল্প থাকে না, বরং সঙ্কল্পের অধীনেই এ ভাব উদ্ভিত হয়। ব্রহ্মে যখন কোন সঙ্কল্প নেই, তখন সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক’রেই ব্রহ্মপদে স্থিত হতে হয়, এমনই নিয়ম। সূতরাং তুমি সঙ্কল্পশূন্য হয়ে উপস্থিত কর্তব্যে বাবহরপরায়ণ হও। সঙ্কল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হলেই চিত্তের বিষয়ে উন্মুখ হওয়ার স্বভাব নষ্ট হয়ে চিত্তত্ব দূরীভূত হয়। চিত্তের অবলোপনে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে আর কোন ভিন্নভাব প্রতীত হয় না। হে অনব্য! সুখদুঃখ ইত্যাদির প্রতীতি না থাকলে স্বচ্ছ ব্রহ্ম সঙ্কল্পোপেই উপলব্ধ হন। সূতরাং জন্ম–মৃত্যু, সুখ–দুঃখ ইত্যাদি অনুভব করার জন্য বার বার জন্ম ও মরণ লাভে তোমার কি উপকার হবে? যিনি নির্মল আনন্দস্বরূপ, সেই ব্রহ্মের আশ্রয়গ্রহণ করাই প্রাক্তের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। তুমিও বিষয় পরিত্যাগ কর সর্বসত্তাভাবে পরমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য সাধনসম্পন্ন হও।

দাশুরের পুত্র বলল, পিতা! সঙ্কল্প কি? সঙ্কল্প কিভাবে উদ্ভিত হয়, কি ক’রেই বা তার বৃদ্ধি হয়? কিভাবে ও কেন তাঁর বিনাশ হয়? দাশুর বললেন, বৎস! আত্মতত্ত্ব অসীম। সত্ত্বা–সামান্য অর্থাৎ চিন্তেতত্ত্ব হল তাঁর স্বরূপ। চেতন্যোর উন্মুখীভাবকে চিৎ বলে। এই চিৎ বা উন্মুখীভাবকে বিজ্ঞগণ সঙ্কল্পের অঙ্কুর জ্ঞান করেন। সেই সঙ্কল্প–অঙ্কুর সামান্যমাত্র সপ্রাণাণ্ড হয়েই চেতন্যোর স্বরূপ বিস্মৃত হয়, এবং ক্রমান্বয়ে জড় প্রপঞ্চময় জগৎপালক বদনীভূত হতে থাকে। বীজ যেমন প্রথমে অঙ্কুরিত হয়, তারপর সেই অঙ্কুর ধীরে ধীরে শিশুবৃক্ষ হতে বিশাল মহাক্ষরে পরিণত হয়, তেমনই আত্মশক্তিও নিজস্বরূপ ছেড়ে চেতা ভাবনায় ভাবিত হয়ে সঙ্কল্প করে। সেই সংকল্প হতে বহু বহু সঙ্কল্প স্বতঃই আবির্ভূত হয়ে দুঃখময় বিশাল জগতের সৃষ্টি হয়। সমুদ্র যেমন জলময়, তেমনই জগতও সঙ্কল্পময়। সঙ্কল্পই প্রকৃত দুঃখমূল, সঙ্কল্প ভিন্ন সম্যাপদুঃখ নামক অন্য কোন কিছু হয় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেমসবুক বার্তা

Union Minister Nitin Gadhkari Recent Statement On E20 Petrol



f /TheDearCrush

If You Don't Want E20, You Can Buy 100% Petrol, But Pay More

আলোকপাত

এক ভয়ংকর রূপান্তরের করুণ কাহিনী

প্রণব গুহ

মহাপতনের পথে / ৮

মাত্র ১৫ বছরে আশ্র একটা রাজনৈতিক দলকে কিভাবে আকর্ষ দুনীতিগ্রস্থ একটা চিটিংবাজ কোম্পানিতে পরিণত করা যায় তা করে দেখালো পশ্চিমবঙ্গের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। এ বেন সুকুমার রায়ের ‘খিচুড়ি’ কবিতার মত। ‘হাঁস ছিল, শজারক, (ব্যাকরণ মানি না), হয়ে গেল হাঁসজারক কেনমে তা জানি না।’ ঠিক সেইরকম তৃণমূল ছিল সততার প্রতীক, হয়ে গেল প্রতারণার উদাহরণ। আর দলের নেত্রী মমতা যিনি ছিলেন বাংলার আস্থা, তিনি হয়ে গেলেন সর্বনাশের মাথা। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে অতি সাধারণ দরিদ্র

বাম সরকারের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন গড়ে তোলা, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন, কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসা নেতাদের এক জোট করা, বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে পা রাখা, আবার বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসের দোসর হওয়া, জনআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ৩৪ বছরের বাম সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো, এইসবই ছিল মমতার রাজনৈতিক মোহর ফসল। এই জন্য তাঁর থেকে সিনিয়র নেতারাও তাঁকে একব্যাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন মমতার এই

এসবের। ফলে হাওয়াই চটি, আটপৌরে শাড়ি থাকলো, বদলে গেল তার কোয়ালিটি। চাল টালির থাকলো, বদলে গেল ভিতরের সাজসজ্জা। সেই সাধারণ মুখটা থাকলো, তাতে চড়লো মেকআপ। রাজনৈতিক মোহর সঙ্গে যুক্ত হল ভাড়া করা এক নম্বর ভোট কুশলীর কুট বুদ্ধি। যিনি এইসব আমদানি করলেন সেই ম্যানেজমেন্ট ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জী কালীঘাটের এঁদো গলির অফিস ছেড়ে ক্যামাক স্ট্রিটে কর্পোরেট কম্পিউটারাইসড ঝাঁ চককে অফিস বানিয়ে সেখানে বসলেন প্রাইভেট চেষ্টার যেখানে

কেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, মমতা সম্ভবত বুঝেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ ঘাঘু রাজনীতিকরা বেশি শক্তিশালী হলে এবং জোট বাঁধলে তাঁকে সরিয়ে দলের রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে পারে। এছাড়াও ক্ষমতায় থেকে যে সম্পদ তাহবিলে জমছে তাও হাতছাড়া হতে পারে। নিজের পরিবারের লোক থাকলে তার সম্ভাবনা কম। তাঁর ভাবনা যে অমূলক ছিল না তা আজকের পরিস্থিতি প্রমাণ করে দিচ্ছে। তবে রাজনৈতিক পরিহাস এত নির্মম যে, যে মমতা ব্যানার্জী বলতেন তাঁর কোনো পরিবার নেই, দলই তাঁর পরিবার সেই তিনিই ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের বাদ দিয়ে পরিবারের লোককেই কাছে টেনে নিলেন। বিপদেও পড়লেন।

একেই বলে পলিটিকাল টুইস্ট। অর্থাৎ ক্ষমতা পাবার আগে ও পরের মধ্যে যে বিশাল গ্যাপ থাকে তাতে পা পড়লে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। দেশ হিতের আদর্শ ঠিক রেখে হারলেও আবার ক্ষিরে আসা যায়। কিন্তু আদর্শ হারালে হবে মমতার হাল। যে মমতা ছিলেন জনতার একান্ত আপন, সেই মমতাকে সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল নিরাপত্তার সেরোটোপ।

যে মমতা ছিলেন অপারিবারিক সার্বজনীন, সেই মমতা হয়ে গেলেন চরম পারিবারিক। যে মমতা ছিলেন দুনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সেই মমতা হয়ে গেলেন দুনীতির প্রশ্রয়দাতা। যে মমতা ছিলেন দল অন্তর্গতগণ সেই মমতাই দলটার অধঃপতনের কারণ হয়ে উঠলেন। এমন বৈপরীত্য বোধহয় একমাত্র রাজনীতিতেই সম্ভব।

একবার মমতা তাঁর নিজের পরিবারের প্রতি বিরক্ত হয়ে সবাইকে ছেড়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে এক কাপড়ে দলের অফিসে দিন কাটাবেন বলে চলে এসেছিলেন। আজ তিনি দলের সবাইকে ছাড়লেনও পরিবারকে ছাড়তে পারছেন না। ভাইপোকে ছাড়লে ফের তিনি সবাইকে কিরে পেতে পারেন, তা জেনেও না। বরং দুনীতির দল অন্তর্গতগণ সেই মমতাই দলটার অধঃপতনের কারণ হয়ে উঠলেন। এমন বৈপরীত্য বোধহয় একমাত্র রাজনীতিতেই সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হল, রাজনীতিতে পোড় খাওয়া মমতা ব্যানার্জী দলের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ এক, দুই, তিনকে সরিয়ে দিয়ে অনভিজ্ঞ অভিষেককেই তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে বেছে নিলেন

এমন রাবিশ গজায় কেন, মজায় কেন দেশটায়?

শস্তা হাটে নামটি কিনে পস্তাতে হয় শেষটায়।



শ্রেণীর মানুষের। মমতার আগে যারা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন এলিট ঘরানার রাজনীতিবিদ। একমাত্র মমতা ছিলেন অতি সাধারণ পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে শীর্ষস্থানে উঠে আসা এক গর্বের কাহিনী। তিনিও বেয়্যা নেত্রী হতে পারবেন, এটাই ছিল সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। টালির চাল, হাওয়াই চটি, আটপৌরে শাড়ির মতো সাধারণ মানুষের মধ্যে আশা জগিয়েও শেষ পর্যন্ত এই গর্বে, এই বিশ্বাসকে দুনীতির ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করেছেন। সাধারণ পরিবারের আত্মবিশ্বাসকে দেশের মানুষের সামনে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। এখানেও সুকুমারের দুটি লাইন বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। সন্দেহ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘সমালোচনা’ নামক পত্রিকায় এক পত্রিকা সম্পাদকের বয়ানে সুকুমার লিখছেন, ‘এমন রাবিশ গজায় কেন, মজায় কেন দেশটায়? / শস্তা হাটে নামটি কিনে পস্তাতে হয় শেষটায়।’ মমতার তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনে বাংলার মানুষ যেমন পস্তাচ্ছে তাতে সুকুমারের এই লাইন তৃণমূলের মহাপতনের থিম সং হতে পারে।

কংগ্রেসে থেকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মেধা তাঁদের দলের সম্পদ। এই সম্পদে ভর করেই তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে কলকাতা কর্পোরেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিদপ জয় করেছে। ২০১১ এবং ২০১৬-র বিধানসভায় জয়ী হয়েছে। কিন্তু ২০১৬-র পর এই মেধায় আস্থা হারিয়ে কেন যে পয়সা দিয়ে বাইরে থেকে ভোট কুশলী ভাড়া করতে হয়েছিল তা এতদিন ছিল রাজনৈতিক মহলের কাছে বিম্ময়। ৪ মে বিধানসভা নির্বাচন, ২০২৬-এর ফল বরোবার পর যত দিন যাচ্ছে ততই কেটে যাচ্ছে সব ঝোঁয়াশ।

মমতার ঘনিষ্ঠ নেতাদের সরিয়ে আগ মার্কী সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দল তৃণমূল কংগ্রেসে কেন ম্যানেজমেন্ট ভাইপোর এন্ট্রি হল তাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ২০২৬-এর ভোটের পর। ভাইপো আসার পর থেকেই স্বাদ বদলে গেল দলটির। সৌদা মাটির গন্ধ ছেড়ে দলের গা থেকে বেরোতে লাগলো কর্পোরেট কর্পোরেট স্মেল। একটা লাভজনক মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি চালাতে যেমন দামি মুখের ব্র্যান্ড লাগে, টাঁটবাঁট লাগে, মাসলমান লাগে, কুশলী সংস্থা লাগে ঠিক তেমন ভাবে তৃণমূলেও আমদানি ঘটলো

মানুষের ‘নো অ্যাদমিশন’। কিনলেন বিমান–চপার। এসব চড়ে ঘুরতে লাগলেন রাজকীয় কায়দায়। এইসব টাঁটবাঁটে যেমন স্বরচ বাড়ছে তেমনই রোজগার তো চাই। শুধু চাঁদা আর দুচার টাকা ডোনেশানের সোজা পথে এসব সম্ভব নয়। তার উপর নিজদের সারা জীবনের সুখ সচ্ছন্দের কথাও তো ভাবতে হবে! ছকা হল ঘুরপথে রোজগারের পরিকল্পনা। যাদের দিয়ে এবং যাদের কাজে লাগিয়ে এই রোজগার সম্ভব তারাই ক্রমে হয়ে উঠলেন দলের মুখ। অনারা চলে গেলেন তলানিতে। মমতার পিছনে থাকা পুরানো মৃগশৃঙ্গে পাতেই গেল। ১৯৯৮ থেকে ২০১৩, যে মুখের সারি মমতার ছবিতে স্টেটে থাকতো তারা সব উধাও হয়ে গেল। ভাইপো ম্যানেজমেন্টের দৌলতে বাড়তে থাকলো ও নেতা নেত্রীদের ব্যক্তিগত তহবিল। বাংলার যারা এই ম্যানেজমেন্টের উপযুক্ত তাদের হল একটাই ডের্সিনেশন, তৃণমূল কংগ্রেস।

এখন প্রশ্ন হল, রাজনীতিতে পোড় খাওয়া মমতা ব্যানার্জী দলের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ এক, দুই, তিনকে সরিয়ে দিয়ে অনভিজ্ঞ অভিষেককেই তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে বেছে নিলেন

২১ জুলাই বাংলায় বিজেপির শাসনে বিরোধীদের প্রথম অ্যাসিড টেস্ট

আরিফুল ইসলাম : স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার বিজেপি শাসন ক্ষমতায় এসেছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছেড়ে দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসন জিতে একটা অনন্য নজির স্থাপনও করে ফেলেছে। এই প্রতিবেদন যখন লিখছি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শাসন ক্ষমতার ১০০ দিন অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে। সদ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৮০ আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে উঠে এলেও কার্যত তারা এখন দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি মমতাপন্থী তৃণমূল আর দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্রের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল। অনেকটা মহারাষ্ট্রে শিবসেনার দলের মতো অবস্থা এই রাজ্যের তৃণমূলের। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বধীন বিজেপি তাদের ডানা ছেঁটে কার্যত সংসদীয় গণতন্ত্রে একরকম শক্তিশীন করে দিয়েছে। সূতরাং এইমুহুর্তে আসল তৃণমূল বা মমতা–অভিষেকের তৃণমূলের দাঁত নখ ফোটানোরও ক্ষমতা নেই, বলা ভালো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল এখন বাস্তবিকই অস্তিত্ব সংকটে। যাদের কিনারে দাঁড়িয়ে এই বাজারেও তাঁর সামনে রাজ্যের মানুষের কাছে বাস্তবিকই তাঁর গ্রহণ যোগ্যতা কতটা হঠাৎ একটা সুযোগ এসেছে গেছে। ২১ জুলাইয়ের শহীদ দিবস হিসাবে যা পরিচিত। যে ২১ শে জুলাইয়ের শহীদ দিবসকে রাজনৈতিক তকমা দেওয়ার অন্যতম ব্যক্তিগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। ১৯৬৩-এ মমতার নেতৃত্বেই যুব কংগ্রেসের ডাকা মহাকরণ অভিযানে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বধীন সরকারের পুলিশের গুলিতে ১৩ জন তরুণ কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যুতে মমতা সেই থেকেই এই ইয়াুতে শহীদ দিবস পালন করেন। এমনকি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস জন্ম দেওয়ার পরেও মমতা এই শহীদ দিবস কংগ্রেসের কাছ থেকে হাইজ্যাক করে নেন।

রাজ্যের এই রাজনৈতিক পালা বদলের পর আজ প্রায় সাড়ে ৬ মাস অতিক্রান্ত। মমতার ঘাসফুল টিকিটে জিতে ৮০ জন বিধায়কের ৬৪-৬৫ জনের বিরটি সংখ্যা বিক্ষুব্ধ হয়েছে স্বতন্ত্রের নেতৃত্বে আসল তৃণমূলের দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সর্বস্বত্তের কামড়সহ ভাগ বসিয়েছে। এহেন কবে আসলে তৃণমূল, কে বা নকল তৃণমূল তা রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সময় কথা বলবে। সূতরাং প্রধান বিরোধী দল হিসাবে তৃণমূল বা বিক্ষুব্ধ কারুরই বিজেপির বিরুদ্ধে ফৌস করার



ফনার জোর নেই। শুধু এরা কেন, এই রাজ্যে বাকি বিরোধী দল বলতে জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক মাত্র ২, সিপিএম ও তার সহযোগী নৌশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ একটি করে আসন পেয়েছে। মুর্শিদাবাদে হুয়ায়ুন কবীরের আম আদমি উন্নয়ন পাটি যদিও দুটি আসন পেয়েছে, একটি কংগ্রেসের কাছ থেকে হাইজ্যাক করে নেন।

সূতরাং সংসদীয় গণতন্ত্রে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিকে টহুর দেওয়ার জন্য কড়া বিরোধী দল বা তার সম্মিলিত ক্ষমতাও নেই।

কিন্তু আকস্মিক ভাবে ২১ জুলাইয়ের এই শহীদ দিবস হাজির হওয়ার মমতার তৃণমূল, স্বতন্ত্রের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল এবং অবশ্যই রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে একটা পাবলিক ম্যান্ডেট বা অ্যাসিড টেস্টের মতো সুযোগ এসে গেছে। তবে ২১ জুলাই শহীদ দিবসে মমতা বরাবর ধর্মতলার যেই জায়গায় অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন আজ ক্ষমতা হারানোর পর বিজেপি সরকারের পুলিশ এই জায়গায় শহরের অন্যতম ব্যস্ত জায়গা উল্লেখ করে অনুমতি দেয়নি। সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মধ্য কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিটিং করতে পারেন। কিন্তু তাঁর তৃণমূলের যা হাল তাতে ওই জায়গাও ভরাতে পারবে কী না জোর সন্দেহ রয়েছে। এদিকে রাজনৈতিক পালাবদলে প্রদেশ কংগ্রেস দীর্ঘদিন পর বিধান ভবন ছেড়ে শহীদ মিনার ময়লানকে বেছে নিয়েছে। উপস্থিত হতে পারেন প্রণব গান্ধী বা প্রিয়ান্বা গান্ধী। আবার ৫০০ মিটারের মেথোঁ মেয়ো রোডে অনুষ্ঠান করার অনুমতি পেয়েছে স্বতন্ত্রের বিক্ষুব্ধ তৃণমূল গোষ্ঠীরা।

সূতরাং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র ১০০ দিনের পরপরই জাতীয় কংগ্রেস, মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস স্বতন্ত্রের গোষ্ঠীর কাছে এই আকস্মিক শক্তি প্রদর্শনের পরীক্ষা বা অ্যাসিড টেস্ট হতে চলেছে। আসল তৃণমূল বা বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের জোরদার লাড়ুইয়ে সাধারণ সমর্থকদের সহানুভূতি মমতার দিকে কতটা আছে বা বিরোধী শক্তির গতিমুখ কোনও দিকে, তা বোঝা যাবে ২১ জুলাইয়ের পড়ন্ত বিকসে।



পাকিস্তান শাসিত

কাশ্মীরে সংঘর্ষে নিহত ৯



নিজস্ব প্রতিনিধি : পাকিস্তান–শাসিত কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনী ও একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত আন্দোলনকারী সংগঠনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৬ জন আন্দোলনকারী, ২ জন নিরাপত্তা কর্মী এবং ১ পুলিশ আধিকারিক। সংঘর্ষের জেরে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রশাসনের দাবি, পৃথক সেক্টরে বিক্ষোভকারীরা একটি সরকারি কনভয় আটকে নিরাপত্তা কর্মীদের উপর হামলা চালানোর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তার জেরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বাড়ে। তারারখাল এলাকায় সংঘর্ষে ৬ জন বিক্ষোভকারী এবং ১ পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে, রাওয়ালাকোট আরও ১ বিক্ষোভকারী ও ১ নিরাপত্তা কর্মীর প্রাণ যায়।

জানা গিয়েছে, নিষিদ্ধ ঘোষিত জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি আঞ্চলিক আইনসভার ১২টি

সংরক্ষিত আসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাওয়ালাকোট একটি বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পাকিস্তানের অন্যত্র বসবাসকারী শরণার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ওই আসনগুলি স্থানীয় বাসিন্দাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকে দুর্বল করছে। এই কর্মসূচিকে ঘিরেই প্রশাসন আগে থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া করেছিল।

গত জুন মাসে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তান প্রশাসন। তারপর থেকেই সংগঠনটির সমর্থকদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ ক্রমশ বেড়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, জুন মাস থেকে শুরু হলো এই অস্থিরতায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কাশ্মীরের এই অশান্ত পরিস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক চাপও বাড়ছে। বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং দীর্ঘদিনের অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান–শাসিত কাশ্মীরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।

ভূমিকম্পে কাঁপল নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিউজিল্যান্ডে ৬.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা এবং নিউজিল্যান্ডের জরুরি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ফিওর্ডল্যান্ডের উত্তরে টি–আনাউ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে, ভূপৃষ্ঠের ৫০ কিলোমিটার গভীরে। কম্পনের পরই দেশটির বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়।

ভারতীয় সময় ১৬ জুলাই বিকসে ভূমিকম্পটি অনুভূত হওয়ার পর টি–আনাউ ও আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোখানে প্রায়ই ছোট–বড় ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

উপকূলবর্তী এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপত্তা স্থানে সরিয়ে নেওয়া কাজ শুরু করেছে বিপদ্রয় মোকাবিলা বাহিনী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমুদ্রের কাছাকাছি না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পে কোনো প্রাণহানি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন। উল্লেখ্য, প্রশান্ত মহাসাগরের ‘রিং অব ফায়ার’ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় নিউজিল্যান্ড বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ এবং সেখানে প্রায়ই ছোট–বড় ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

উৎক্ষেপণের মুখে থমকাল স্টারশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। তারপরই মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট স্টারশিপ–এর। কিন্তু শেষ মুহুর্তে প্রযুক্তিগত ত্রুটি ধরা পড়তেই বাতিল করে দেওয়া হল স্পেসএক্সের ১৩ তম পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ। ফলে উৎক্ষেপণ প্যাডেই দাঁড়িয়ে রইল

সমস্যা ধরা পড়েছে। সেগুলি খুলে নতুন ইঞ্জিন বসানো হবে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগালে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই ফের স্টারশিপ উৎক্ষেপণের চেষ্টা করা হবে।

এই পরীক্ষামূলক অভিযানে স্টারলিংকে ইন্টারনেট পরিবেবার ২০টি নতুন প্রজন্মের উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা



ইলন মাস্কের সংস্থার বহু প্রতীক্ষিত মহাকাশযান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের স্টারবেস উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ১৬ জুলাই এই উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা ছিল। কাউন্টডাউন প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পর স্টারশিপের সুপার হেভি বুস্টার–এর একাধিক র‍্যাপ্টর ইঞ্জিন নির্ধারিতভাবে চালু না হওয়ায় স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা উৎক্ষেপণ স্থগিত করে। ইঞ্জিন স্থালানোর প্রক্রিয়া শুরু হলেও কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায় এবং রকেটটি উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনার পর স্পেসএক্সের কর্ণধার ইলন মাস্ক জানান, দুটি ইঞ্জিনে

ছিল। পাশাপাশি ভবিষ্যতে চাঁদ ও মঙ্গল অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় স্টারশিপের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সক্ষমতারও পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। স্টারশিপ প্রকল্পকে স্পেসএক্সের দীর্ঘায়মিদি মহাকাশ পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরা হয়। নাসার আর্থমিসিস কর্মসূচির আওতায় ফের মানুষকে চাঁদে পাঠানোর পরিকল্পনায়ও এই মহাকাশযানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই এই উৎক্ষেপণ বাতিল হওয়াকে সাময়িক ধাকা হিসেবে দেখলেও দ্রুত সমস্যা কাটিয়ে নতুন করে উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি শুরু করেছে সংস্থাটি।



উত্তরের আঙিনায় শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের রথযাত্রা

সজল দাশগুপ্ত : শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে ভক্তি, আনন্দ ও ধর্মীয় উৎসাহের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র রথযাত্রা উৎসব। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধান সভার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বোস। সুসজ্জিত রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে আরোহন করিয়ে নগর পরিক্রমার আয়োজন করা হয়। শিশু থেকে প্রবীণ—সব বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রথযাত্রা এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবকল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রতি বছরের মতো এবারও ইসকনের এই রথযাত্রা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

রথযাত্রা উপলক্ষে নিরাপত্তা ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের



পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, শৃঙ্খলা ও উৎসবের আবহে শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে পালিত হচ্ছে জগন্নাথসেবের এই ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা, যা ভক্তদের কাছে এক অনন্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে।

শিলিগুড়ি সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সভায় সাংসদ

জয়স্তু চক্রবর্তী : ১২ জুলাই শিলিগুড়ি সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সভায় সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেন সাংসদ ডঃ রাজু বিস্তা। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, মেকোনো গণতন্ত্রে সাংবাদিকতা অন্যতম মহৎ পেশা হিসেবেই রয়ে গেছে। সাংবাদিকরা হলেন সত্যের রক্ষক এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন। তারা আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার সবচেয়ে মজবুত স্তম্ভ। নিভীক ও দায়িত্বশীল প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাংবাদিকরা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখেন। তারা কণ্ঠস্বীনের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন, সাধারণ মানুষের উদ্বেগ তুলে ধরেন এবং ক্ষমতার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন।

ভুল তথ্যের এই যুগে, নৈতিক সাংবাদিকতার প্রতি তাদের অঙ্গীকার আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি, তারা ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারের শিকার নাগরিকদের জন্য চালস্বরূপ এবং সমাজের সামনে দর্পণ তুলে ধরে, যা এর ইতিবাচক দিক ও প্রতিবন্ধকতা উভয়কেই ধারণ করে।

সাংবাদিকের কাজ অত্যন্ত কঠিন, কারণ সত্যের প্রতি অবিশ্বল থেকে তাঁদেরকে প্রতিদিন সহিংসতা, ষ্ট্রোক এবং নৈতিবাচকতার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি সকল সাংবাদিকের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত

বাকুইপুর রাস ময়দানে ভক্তদের ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে মহাসমারোহে পালিত হল রথ উৎসব। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম বয়সের মানুষ রথের সুদীর্ঘ দড়ি ধরে টানার জন্য ভিড় জমান। মন্ত্রচারণ ও পূজার্নার মধ্য দিয়ে রাস ময়দান থেকে মাসির বাড়ি পৌছান জগন্নাথ ভগবান। উল্টোরথ পর্যন্ত চলবে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কৃষি বাজেট সংবর্ধনা র্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার সতাপীর তলার ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চা ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সংগঠনিক জেলার বাজেট সংবর্ধনা র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।



ব্যবস্থাপনায় ছিল বজবজ বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ, জেলার কিষান মোর্চার সভাপতি অক্ষয় মণ্ডল, মণ্ডল সভাপতি শুভঙ্কর অধিকারী, যুব মোর্চার ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুরজিৎ পাড়ুই, ৫ নম্বর মণ্ডলের কিষান মোর্চার সভাপতি আশুতোষ হালদার, বিজেপি নেতা পান্নালাল মণ্ডল, রাজু নস্কর প্রমুখ। সতাপীরতলা থেকে বাওয়ালি সপেরাবাজার বাওয়ালি মেড ট্রেকার স্ট্যাণ্ড হয়ে আবার সতাপীরতলায় র্যালি চলে আসে। প্রচুর মানুষের উপস্থিতি র্যালিকে

ঐতিহাসিক। তাই আমরা জেলার সর্বত্র কৃষি বাজেট সংবর্ধনা র্যালি সংগঠিত করছি। ইতিমধ্যেই জেলার বাইশটি মণ্ডলে এই র্যালি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি বীমা যোজনার আগে কৃষকরা বছরে ৬,০০০ টাকা পেত আগামী অর্থবর্ষ থেকে তারা ৯০০০ টাকা পাবে। তাছাড়া কৃষি লোন পাবেন কৃষকরা মাত্র ৪ শতাংশ সুদে। এছাড়াও কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড, কৃষকদের ৬০ বছর বয়স হলে তারা ৩০০০ টাকা পেনশন পাবেন। রবি শস্য চাষের জন্য ১০০০০ টাকা করে অনুদান দেবে নতুন সরকার। এইসব বিষয়গুলি সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করার জন্যই বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে।

তারাপীঠের রথযাত্রা অন্য মাত্রা পেলেও বিশৃঙ্খলায় ক্ষুব্ধ পুণ্যার্থীরা

কুনাল মালিক, **তারাপীঠ** : রাজ্যে পরিবর্তনের পর এবার তারাপীঠের অন্যতম রথযাত্রা অন্য মাত্রা পেয়েছে। একমাত্র তারাপীঠের যে রথযাত্রা আয়োজন করে মন্দির কমিটি সেখানে রথে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা নয় তারা মা গর্ভগৃহ থেকে এদিন বেরিয়ে এই রথেই অধিষ্ঠান করেন। সেই দৃশ্য দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী তারাপীঠে উপস্থিত হন। এবার নতুন একটি রথ নির্মাণ করা হয়েছে সেগুন কাঠের। তার ওপরে এবার রাজা সরকার প্রাথমিকভাবে যে ৬০ টি প্রাচীন রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছে তার মধ্যে তারাপীঠের এই রথযাত্রা কমিটিও আছে। সেই অনুদানের অর্থ এবার মন্দির কমিটি বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে সেবা ও সহায়তা শিবির করা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় আলোকসজ্জা করা হয়েছে। সর্বত্র মাইকে তারা মায়ের গান বেজেছে। অনেক মানুষের মধ্যে



প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। এতকিছু অভিনবত্বের মধ্যেও একটি বিশেষ বিষয় কিন্তু অনেক পুণ্যার্থীদের মনে ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে। যখন দুপুর আড়াইটার সময় গর্ভ গৃহ থেকে মাকে নামিয়ে রথে তোলা হচ্ছিল, সেসময় একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি

নৃত্য করছিল। সাংবাদিকদেরও সে অর্থে কোন সৌজন্য দেখানো হয়নি। ধর্মীয় আচার রীতিনীতির পর যখন রথের পর্দা খুলে দেওয়া হয় তখন মন্দিরে যেমন পান্ডারা তাদের রাজ চালায় তেমন তাদের বিশেষ বিশেষ ভক্তদের পূজা দিতে ব্যস্ত থাকে। এর ফলে সামনে থেকে তখন তারা মাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। সকলেই সামনে যেতে চাইছিল আর তখন মন্দিরের যারা নিরাপত্তা রক্ষী ছিল তারা নির্মমভাবে পুণ্যার্থীদের সঙ্গে ব্যবহার করে। বড় একটা মই দিয়ে পুণ্যার্থীদের পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। ওই সময় যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। আমাদের মত যারা সাংবাদিক-চিত্রসাংবাদিক উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই পড়ে যান। এই ব্যাপারে মন্দির কমিটিকে আরো তৎপর হতে হবে এবং আরো পুলিশ ব্যবস্থা রাখতে হবে ও আরও মানবিক হতে হবে।

ছবি : অরুণ লোশ

বাঁকুড়ার ১৭৮ বছরের রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলার ২ নম্বর ব্লকের নড়ুবা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা শতাব্দী প্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে সমানভাবে মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলা ১২৫৬ সালে (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ) স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ পাত্র ঠাকুরের স্বপ্নাদেশে পাওয়ার পর এই রথযাত্রার সূচনা করেন। সেই থেকে টানা ১৭৮ বছর ধরে নিষ্ঠা ও ভক্তিরূপে পালিত হয়ে আসছে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব। রথযাত্রা উপলক্ষে নড়ুবা গ্রামের শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম জিউ মন্দির থেকে রাধাশ্যাম জিউ রথে



আরোহণ করে মাসির বাড়ি বকুলকুঞ্জে গমন করেন। সেখানে তিনি ৮ দিন অবস্থান করেন। এই সময় ভক্তদের ডিড়ে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। রথকে কেন্দ্র করে বসে বিশাল মেলা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও দূরবাস্ত থেকে অসংখ্য মানুষ এই মেলায় অংশ নিতে আনেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যাত্রাপালা, কবিগান, কীর্তনসহ বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির পরিবেশনা উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। ধর্মীয় বিশ্বাস, গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যের অপরূপ মেলবন্ধন হিসেবে নড়ুবা গ্রামের এই রথযাত্রা আজও এলাকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।

বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের হাতে চারাগাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা পাঠের মধ্য দিয়ে উইি অর্ধেতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ জুলাই শুরু হল অরণ্য সপ্তাহ-২০২৬ উদযাপন। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পরিবেশ সুরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ এবং সবুজায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রকৃতি রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।



অনুষ্ঠানের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। সেখানে প্রত্যেক পড়ুয়াকে অন্তত একটি করে গাছ নিজের মায়ের নামে রোপণ করে তার নিয়মিত পরিচর্যার অঙ্গীকার করার বার্তা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব এবং একটি সবুজ, নির্মল ও সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে,

এদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর হাতে তিন শতাধিক বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। বাড়ি ও আশপাশের এলাকায় সেই চারাগুলি রোপণ করার পাশাপাশি সেগুলির নিয়মিত পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যও পড়ুয়াদের উৎসাহিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষকরাও বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করেন। ছোটবেলা থেকেই পরিবেশবান্ধব মানসিকতা গড়ে

তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই কর্মসূচিতে গাছের চারা সরবরাহ করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনসপ্তের ডায়মন্ড হারবার রেঞ্জ অফিস। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই সবুজায়ন কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ভবিষ্যতেও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি, বৃক্ষরোপণ এবং সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মসূচির ধারাবাহিক আয়োজন করা হবে।

হরিণডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ

অরিজিৎ মণ্ডল, **ফলতা** : একটি গাছ একটি প্রাণের সমান—এই বার্তাকে সামনে রেখেই অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার হরিণডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সচেতনতামূলক ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। রাজা সরকারের উদ্যোগে ১৪-২০ জুলাই পালিত হচ্ছে অরণ্য সপ্তাহ। সেই উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফলতা বিধানসভার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা, ফলতা ব্লকের বিডিও-সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পরিবেশ রক্ষায় গাছের গুরুত্ব, বৃক্ষনিধনের ক্ষতিকর প্রভাব এবং সবুজায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি হরিণডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর নিজের জন্মদিন এবং মায়ের নামে অন্তত একটি করে গাছ রোপণ করবে ও তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেবে। বিদ্যালয়



কর্তৃপক্ষের আশা, এই উদ্যোগের মাধ্যমে গোটা ফলতা এলাকায় সবুজায়নের এক নতুন দৃষ্টান্ত গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানের শেষে বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সময় কাটান। তিনি তাদের সঙ্গে বসে মিড-ডে মিলও গ্রহণ করেন। বিধায়কের এই সহজ-সরল ও আন্তরিক আচরণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও মুগ্ধ করে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রয়েছে। জেলা পরিষদের উপস্থিতি পড়ুয়াদের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে।

কথার কচকচানি নয়, সার্বিক উন্নয়ন চায় পূর্ব বর্ধমানবাসী

দেবাশিস রায় : রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের প্রতিনিয়ত প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি, কথার কচকচানি আর নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংবর্ধনার বহর থেকে দেশতে কার্যত বিরক্ত হচ্ছেন ছাগোষা সাধারণ মানুষজন। সাজানো স্টেজে সুদৃশ্য গদিমোড়া চোয়রে বসে থাকা অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে নেতাদের গালভরা বক্তব্যে আর মন নেই আয়তনের বাহনভরা নির্বাচনে তৃণমূল ছাগোষা ধরাশায়ী হওয়ায় বিজেপি নেতৃস্থানীয় নতুন সরকার গঠনের দু’মাসাধিক কাল পরেও উদ্ভূত এই পরিস্থিতির কল থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলাও মুক্ত হতে পারছে না। মানুষ এবার জেলাজুড়ে সার্বিক উন্নয়নটাই দু’চোখে নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন।



এমনতর উন্নয়ন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ কার্টোয়া এবং কালনা মহকুমা হাসপাতালের পাশাপাশি প্রতিটি ব্লক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অত্যাধুনিক তথ্য উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ মিলবে, পাড়ায় পাড়ায় রাস্তাঘাট সহ নিকাশিব্যবস্থার উন্নতি হবে, প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলের কোনও অভাব থাকবে না, সর্বত্র ইন্টারনেটের যথেষ্ট শক্তিশালী প্রসারে সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে উঠবে, নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন হবে, শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরের যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে উঠবে এবং যার মাধ্যমে পড়ুয়াদের পড়াশোনার মান বৃদ্ধি সহ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, জেলাজুড়ে সড়ক এবং রেলপথে গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, কৃষিক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার আধুনিকিকরণের পাশাপাশি উৎপাদিত শস্যাদি বিপণনে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। সেইসঙ্গে সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে কড়া নজরদারি ব্যবস্থা সহ

সাধারণ মানুষের এমন প্রত্যাশা থাকলেও বিজেপি নেতৃস্থানীয় নতুন সরকার গঠনের দু’মাস পরেও সর্বত্র শাসকদলের একশ্রেণীর নেতা-কর্মীদের এমন কিছু আচরণ সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আঘাত হানে। কোথাও বিরোধীদের নেতানেত্রী থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের দিকে ডিম ছুঁড়ে প্রতিবাদের নামে আইনকে নিজের হাতে নেওয়ার খেলায় মেতে উঠেছেন অনেকেই। কোথাও বিরোধীদের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁদের জোর করে পদত্যাগ করাতে

বাধ্য করানোর মতো নিন্দনীয় ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করছে অনেকেই। একাধিক মহলের অভিমত, কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ যদি থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই অভিযোগ জানানোর মতো পরিকাঠামো কিন্তু এদেশের সর্বত্রই রয়েছে। এই পূর্ব বর্ধমানেই নানান অভিযোগ ধৃত এপর্যন্ত ৩ জন প্রাক্তন তৃণমূলী বিধায়ক জেল হেফাজতে রয়েছে। জেলা পরিষদের সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষ সহ পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান এবং সদস্য সহ আরও কয়েকজন জনপ্রতিনিতি গ্রেপ্তার হয়েছে।

১৪ জুলাই জেলা পরিষদের অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ মান্দিপ রুদ্রার বাড়িতে উত্তেজিত জনতা চড়াও হন এবং মান্দিপ রুদ্রাকে জোর করে পদত্যাগ করানো হয়ে বলে অভিযোগ। এরপর পাশাপাশি বিজেপির মধ্যে ইতিমধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়েছে। এই তালিকায় মেমারী থেকে শুরু করে পূর্বস্থলী উত্তর, রায়না, কালনা, গলসী প্রভৃতি বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক এলাকার নাম উঠে আসছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই জেলার সর্বত্রই বিজেপি বিধায়ক সহ তাঁদের স্বনিযুক্ত প্রতিনিধিরা নানান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সরকারি কর্মসূচিতে নিজেদের শামিল করে চলেছেন। কোনও কোনও বিধায়ক তো সাংগঠিক প্রায়শই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে জনসংযোগ করছেন আর সেই ভিত্তিতে সুকৌশলে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমজনতার একাধিকের দাবি, এবার প্রচারসর্বস্ব রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে এসে কীভাবে পূর্ব বর্ধমান জেলার সার্বিক উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করা যায় সেই লক্ষ্যে অন্তত পরিকল্পনামাফিক করা শুরু করুন বিধায়করা। আর প্রতিশ্রুতি নয়; মানুষ এবার কাজের বাস্তব রূপটাই দেখতে চায়।

শ্রীশ্রীনন্দদুলাল জিউর ২৫০ বছরের রথ



মলয় সুর : ঐতিহ্যমণ্ডিত ভদ্রেশ্বর রথ তলার রথ এবছর ২৫০ বছরে পদার্পণ করল। উল্লেখ্য এই রথে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ চড়েন না, এই রথে চেপে মাসি বাড়ি যান নন্দদুলাল জিউ মন্দিরের কষ্টিপাথরের রাধা কৃষ্ণ মূর্তি। ঠাকুরবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম দেবাশীষ ঘোষাল বলেন, আড়াইশো বছরের বেশি আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই রথ চালু করেছিলেন। এই মন্দিরের

সারা বছর বিভিন্ন উৎসব আয়োজন করা হয়। এদিন রথের রশি টান দিয়ে রথযাত্রা শুরু করেন চাঁপদানির বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সিং। এই উপলক্ষে ভক্ত শ্যামসুন্দর সাহা হাসলেন, এই রথের দেবতার মাসির বাড়ি নেই। রথের ঘুরে তিনি পুনরায় মন্দিরের ফিরে আসেন। এদিন রথের সঙ্গে ছিলেন উজ্জ্বল রায়, কুশানু পাল, শংকর সিং, রাজেশ পাশাওয়া প্রমুখ।



শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার কাকদীপ রেল স্টেশন চত্বরে রেলের জমি দখলমুক্ত করতে ১৬ জুলাই বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল কর্তৃপক্ষ। সকাল থেকেই বুলডোজার নিয়ে অভিযানে নামে প্রশাসন। রেলের জমিতে গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ দোকান, ঝুপড়ি ও অন্যান্য অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়।

সাগরে অরণ্য সপ্তাহ পালন



নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজাজুড়ে পালিত হচ্ছে অরণ্য সপ্তাহ ২০২৬। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ১৪ জুলাই সাগর ব্লকেও মহাসমারোহে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হল। পরিবেশ রক্ষা এবং সবুজায়নের বার্তাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ব্লক প্রশাসনের সাগর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এদিন সাগর ব্লক কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) কানাইয়া কুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি ও মহারাজ সহ ব্লকের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে

এদিন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ব্লক অফিসের চত্বরে আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা নিজেরা গাছ লাগিয়ে অরণ্য সপ্তাহের সূচনা করেন। গাছ লাগানোর পাশাপাশি, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এদিন ব্লক চত্বর থেকে একটি ট্যাবলোর সূচনা করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ট্যাবলোটি সাগর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুদ্বন্দ্ব জানিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীরা।

পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ জুলাই পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার ‘গাছ-চটা’ অনুষ্ঠিত হল হাওড়ার কমমতলায় বোম্বোদয় ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অডিটোরিয়ামে। সুদূর বোলপুর, দুর্গাপুর, বনগা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গা থেকে প্রায় ১৫০ জন বৃক্ষপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধান গবেষক ডঃ

থেকে ৮০ সবাইকে নতুন করে পরিবেশ নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে তেমনই পরিশেষেই ভালোবাসতে সাহায্য করেছে।

প্রসঙ্গতঃ ‘গাছের কথা’ গাছ বিষয়ক একটি সামাজিক মাধ্যম গ্রুপ। ২৬ অক্টোবর ২০১৮ সালে এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রুপের আ্যডমিন শর্মিষ্ঠা দো। গ্রুপের সদস্য সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। প্রতিনিয়ত



সোমনাথ ভট্টাচার্য, কৃষি কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ শান্তনু বী, আবহাওয়াবিদ ডঃ সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানী গ্রুপের প্রতীষ্ঠা করেছিলেন গ্রুপের পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার, থেকে রাত পর্যন্ত গাছ চর্চার ওই আসর চলে। এই গাছ চর্চার মধ্যেই গাছের কথা সংস্থার ‘প্রথম সবুজ’ পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। উদ্যোক্তাদের দাবি, বিজ্ঞানীদের পরিবেশ বিষয়ক বক্তব্য যেমন ৮

পরিবেশ রক্ষার্থে কাজ করে চলেছেন। আজকের দিনে পরিবেশ নিয়ে ভাবা যে কতটা জরুরি সেটা কারও অজানা নয়। সেই উদ্দেশ্যে গাছের কথা বিভিন্ন একমাত্র লক্ষ্যই হল আমাদের এই অসুস্থ পরিবেশকে একটু হলেও সুস্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

মাধ্যমিকের জন্য বয়স নির্দিষ্ট করলো পর্বদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৮ সালে যেসব ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে, তাদের নূনতম বয়সসীমা নির্দিষ্ট করলো পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্বদ। যেসব ছাত্রছাত্রীর জন্ম ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর বা তার আগে, তারাই ২০২৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারবে। বর্তমানে নবম শ্রেণিতে পাঠরত যেসব ছাত্রছাত্রীর বয়স ২০১৩ সালের ১ নভেম্বর বা তার পরে, তারা ২০২৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারবে না এবং সেইসব পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনও এখন তৈরি করা যাবে না বলে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্বদ জানিয়েছে। তাই রাজ্যের প্রত্যেক স্কুলগুলিকে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আবেদনপত্র পাঠানোর আগে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্মতারিখ যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্বদের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা

ফিরছে নিজস্ব ইউনিফর্ম?

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের সরকারি, সরকারি পোষিত, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্তসহ অন্যান্য সরকারি স্কুলে ২০২০ সালের মার্চের আগে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে যে যার নিজস্ব যে ঐতিহ্যবাহী ইউনিফর্ম ছিল, তা আবার ফিরছে। রাজ্যের বিদ্যায়তন শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাজা জুড়ে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে নীল-সাদা পোশাক রীতি বাতিল করে, ২০২০ সালের মার্চে কোভিড নাইস্টিন আসার আগে প্রতিটি বিদ্যালয়ের নিজস্ব যে ইউনিফর্ম ছিল, তা ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে সেই পোশাক তৈরির খরচ রাজ্য সরকারই বহন করবে। কারণ, প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব ইউনিফর্ম শুধু তাদের স্কুলের ঐতিহ্য নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তারও কারণ হল, স্কুলের ‘নিজস্ব ড্রেস কোড

কিডনি সচেতনতায় ডিএম হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রনিক কিডনি রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে ঠাকুরপুকুরের মাঝিপাড়াস্থিত ডি এম হাসপাতালের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ২০ তম স্বাস্থ্যমেলা। হাসপাতালের অ্যাাকাডেমিক কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ মানুষকে কিডনি রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক লক্ষণ এবং সচেতনতায় বার্তা পৌঁছে দেয়। হাসপাতালের নেফ্রোলজিস্ট ডা. দয়ানাথ মিশ্র জানান, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ ক্রনিক কিডনি রোগের প্রধান কারণ। তাই এই

অনুযায়ী এই বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর মধ্যে প্রতিটি স্কুলের নিজেদের সুবিধা মতো কোনও কোনও দিনে তারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। রাজ্যের স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকশিক্ষিকাদের এই নির্দেশ দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মসিউর রহমান সর্দার। তিনি এক নির্দেশিকায় জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার দিনগুলিতে দ্বিতীয়ার্থে দুপুর দুটো থেকে সাড়ে তিনটে একাদশ শ্রেণির প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ৭ অক্টোবর, ২০২৬।

ফিরছে নিজস্ব ইউনিফর্ম?

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের সরকারি, সরকারি পোষিত, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্তসহ অন্যান্য সরকারি স্কুলে ২০২০ সালের মার্চের আগে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে যে যার নিজস্ব যে ঐতিহ্যবাহী ইউনিফর্ম ছিল, তা আবার ফিরছে। রাজ্যের বিদ্যায়তন শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাজা জুড়ে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে নীল-সাদা পোশাক রীতি বাতিল করে, ২০২০ সালের মার্চে কোভিড নাইস্টিন আসার আগে প্রতিটি বিদ্যালয়ের নিজস্ব যে ইউনিফর্ম ছিল, তা ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে সেই পোশাক তৈরির খরচ রাজ্য সরকারই বহন করবে। কারণ, প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব ইউনিফর্ম শুধু তাদের স্কুলের ঐতিহ্য নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তারও কারণ হল, স্কুলের ‘নিজস্ব ড্রেস কোড



নির্দেশ দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। ১৫ দিনের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরদের স্কুল ইউনিফর্ম সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে। আর এই সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে ২০২৭ সালের শিক্ষা বর্ষের জন্য এই জেলাভিত্তিক সমীক্ষা চালানো হবে।

মহানগরে

ভারত–যুক্তরাজ্য চুক্তি, দিশা ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত–যুক্তরাজ্য কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট সিইটিএ–এর আওতায় ভারতের রপ্তানি যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে ১৫ জুলাই কলকাতা এয়ার কার্গো কমপ্লেক্স থেকে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম গয়না রপ্তানির চালান পাঠানো হল। প্রায় ২৭ কোটি মূল্যের এই চালানটি সিইটিএর আওতায় যুক্তরাজ্যে পাঠানো ১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের দেশের প্রথম গয়না রপ্তানির অংশ রয়েছে।

পতাকা প্রদর্শনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও বাণিজ্য দফতরদের মন্ত্রী তাপস রায়, শুষ্ক দপ্তরের সদস্য যোগেন্দ্র গর্গ, বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক চন্দ্রকান্ত মিশ্র, পূর্ব ও উত্তর–পূর্ব ভারতের ব্রিটিশ উপ–হাইকমিশনার ড. অ্যাড্‌ ড্‌ফ্রিং, জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল–এর পূর্বাঞ্চলীয় চেয়ারম্যান পঙ্কজ পার্থেখ এবং এসএইচইএফইএক্সআইএল–এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ড. দেবযানী রাহা।

কলকাতার ৬টি শীর্ষ রপ্তানিকারক সংস্থা–জাইস জুয়েলারি প্রাইভেট লিমিটেড, মডার্ন ইমপেক্স, এল. গোপাল অ্যান্ড সন্স (জুয়েলার্স), এই জুয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড, জেএস জুয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড এবং হাসমুখ পার্থেখ জুয়েলার্স এই প্রথম রপ্তানিতে অংশ নিয়েছে। এই চালানটিতে সোনা, হিরে, রূপো এবং প্লাটিনামের গয়না রয়েছে। একই অনুষ্ঠানে ভারত–যুক্তরাজ্য সিইটিএ–র আওতায় ব্ল্যাক টি, দারজিলিং চা, কফি এবং প্রায় ৩,০০০ কিলোগ্রাম পানপাতার রপ্তানি করা হয় যুক্তরাজ্যে, যেটি পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী রপ্তানি সম্ভাবনার সাক্ষ্য বহন করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বৈদেশিক

সুভাষ সরোবর নিয়ে ক্ষুদ্র পৌরমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস রবীন্দ্র সরোবরের মতো পূর্বা কলকাতার বেলেঘাটস্থিত সুভাষ সরোবরেরও একই অবস্থা অবহেলার শিকার। পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালা। কয়েকদিন আগে সুভাষ সরোবর পরিদর্শন গিয়ে স্বচ্ছতা রক্ষায় বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন পৌরমন্ত্রী। আবার ১৪ জুলাই পরিদর্শনে গিয়ে উন্নতি হয়নি দেখে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ বলেন, ‘যে পরিচ্ছন্নতাকারী এজেন্সি সুভাষ সরোবর রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে, তারা কেবল মাসের পর মাস লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। শৌচাগারে জল ছাড়াও আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। সরোবরের ভিতরে জুয়ার সঙ্গে গাঁজার পাকাপাকি ঠেক জারি রয়েছে। দুটো সুইমিং পুলের বেহাল দশা। ভিতরে একটা কমিউনিটি হল ও একটা ক্লাব রয়েছে। এগুলোর পরিচালক কে? কাজ না হলে রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্ব যারা আছে, তাদের পরিবর্তন করা হবে।’ তিনি সতর্কীকরণ বার্তা দিয়ে জানান, ‘আগের রাজ্য সরকারের অসাইনি বিষয়গুলোকে আইনি করে তুলেছিলা। বর্তমান রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ব্যবস্থা হবে।’

বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত মহানির্দেশক চন্দ্রকান্ত মিশ্র বলেন, ভারত–যুক্তরাজ্য সিইটিএ দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে এবং পূর্ব ও উত্তর–পূর্ব ভারতের রপ্তানিকারকদের জন্য উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করতে চলেছে। তিনি এও বলেন, ‘এই চুক্তি পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর–পূর্ব ভারতের জন্য একটি গেমচেঞ্জার হবে। রত্ন ও গয়না, চামড়াজাত পণ্য, সামুদ্রিক পণ্য, পাট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের মতো



গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের বাজারে শুষ্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে, যার ফলে, এই অঞ্চলকে বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলের সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত করা সম্ভব হবে।’

পশ্চিমবঙ্গের রপ্তানি সক্ষমতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মিশ্র বলেন, ‘যুক্তরাজ্যে ভারত থেকে রত্ন ও গয়না, সামুদ্রিক পণ্য এবং পাট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। শুষ্ক প্রত্যাহারের ফলে এই ক্ষেত্রগুলির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে।’

পূর্ব ও উত্তর–পূর্ব ভারত অঞ্চলের ব্রিটিশ

কলকাতায় ওয়ার্ড বাড়বে ৫৬টি

বরুণ মণ্ডল : রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে ১০ জুলাই বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন পৌর প্রশাসক তথা মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে।

কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডের বর্তমান সীমানা ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করে ওয়ার্ড সংখ্যা বর্তমান ১৪৪-র সঙ্গে আরও ৫৬টি বাড়িয়ে মোট ২০০টি করা হচ্ছে। এবার এই ২০০টি ওয়ার্ডের কোন ৬৭টি ওয়ার্ড মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হবে এবং কোন ৪৪টি ওয়ার্ড তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য পৃথকভাবে সংরক্ষিত হবে, তার মধ্যে কোনগুলি তফসিলী পুরুষ প্রার্থীদের জন্য এবং কোনগুলি তফসিলী মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হবে সেগুলি নির্ধারণ করবে সরোজিনী নাইডু সরণিস্থিত রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কলকাতা

পৌরসংস্থার বিশেষ পৌর মহাধ্যক্ষ সৌমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সীমানির্ধারণ কমিটিও থাকবে। প্রথম পর্বের কাজ আগামী ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে। এবার চলতি বছরের নভেম্বরে নবম কলকাতা পৌর নির্বাচনে ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪ এই সূত্রে মহিলাদের জন্য ওয়ার্ড নির্ধারণ হচ্ছে। তবে তফসিলী জাতির মহিলা প্রার্থীর জন্য আসন সংরক্ষিত হলে, তার পরেরটা সাধারণ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকার ভোটার সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজারের কিছু বেশি। তাই প্রতি ওয়ার্ডে ভোটারদের রাখা হচ্ছে সর্বনিম্ন ১৬ হাজার এবং সর্বোচ্চ ১৮ হাজার এবং প্রতি ওয়ার্ডে রাখা হচ্ছে ২৫–৩০টি বুথ। পুরনো ওয়ার্ডের কোন কোন বুথ নিয়ে নতুন ওয়ার্ড হবে তার খসড়া আগামী ৩১ জুলাই

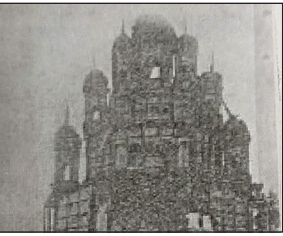
পৌরসংস্থার বিশেষ পৌর মহাধ্যক্ষ

সৌমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সীমানির্ধারণ কমিটিও থাকবে। প্রথম পর্বের কাজ আগামী ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে। এবার চলতি বছরের নভেম্বরে নবম কলকাতা পৌর নির্বাচনে ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪ এই সূত্রে মহিলাদের জন্য ওয়ার্ড নির্ধারণ হচ্ছে। তবে তফসিলী জাতির মহিলা প্রার্থীর জন্য আসন সংরক্ষিত হলে, তার পরেরটা সাধারণ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকার ভোটার সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজারের কিছু বেশি। তাই প্রতি ওয়ার্ডে ভোটারদের রাখা হচ্ছে সর্বনিম্ন ১৬ হাজার এবং সর্বোচ্চ ১৮ হাজার এবং প্রতি ওয়ার্ডে রাখা হচ্ছে ২৫–৩০টি বুথ। পুরনো ওয়ার্ডের কোন কোন বুথ নিয়ে নতুন ওয়ার্ড হবে তার খসড়া আগামী ৩১ জুলাই

নাবার্ডের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (নাবার্ড)–এর পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়ে ১৫ জুলাই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে পালিত হল নাবার্ডের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দেশের কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাবার্ডের দীর্ঘ ৪৫ বছরের সাফল্যময় পথচলাকে স্মরণ করে এই অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার রূপরেখা



পুনর্ব্যাত্রায় জগন্নাথদেবকে পুনরায় রথতলায় মেলা প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুপ্রাচীন অতীতে এই বাওয়ালীর রথ ছিল সুবৃহৎ ও জনপ্রিয়। এই কাঠনির্মিত

তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে ভারতীয়

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিভিন্ন জাতীয়কৃত ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বহু বিশিষ্ট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত ভাষণ দেন নাবার্ড পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক পি. কে. ভরদ্বাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অধিকর্তা সুধাংশু

বৃহত্তর রথের গঠনশৈলী ও নকশা ছিল অভূতপূর্ব। বৃহদাকার ঘোড়া সেই রথের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। দেশের বৃহত্তম রথগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। বর্তমানে সেই বৃহত্তর রথটি আর নেই। কালের নিয়মে বিলীন হয়েছে সেটি। কিন্তু উৎসব ও মেলায় আয়োজনে ছেদ পড়েনি আজও। ভগবানকে এখন পালকি–রথে নিয়ে যাওয়া হয় মেলা প্রাঙ্গণে। গোপীনাথ জীউ মেলা সমিতি অতি দ্রুত একটি নতুন কাঠের রথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উপ–হাইকমিশনার ড. অ্যাড্‌ ড্‌ফ্রিং এই অনুষ্ঠানকে ভারত–যুক্তরাজ্য বাণিজ্যিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আজ আমরা শুধু কলকাতা থেকে পন্য রপ্তানি করছি না, আমরা এই বার্তাও দিচ্ছি যে ভারত–যুক্তরাজ্য কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট কাগজ থেকে বাস্তবে রূপ পেয়েছে। এই চুক্তি ব্যবসার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে, কর্মসংস্থান বাড়াবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করবে।’

শুষ্ক দপ্তরের সদস্য যোগেন্দ্র গর্গ বলেন, ‘এটি শুধু পণ্যের যাত্রা নয়, সম্ভাবনারও যাত্রা। এই চুক্তি রূপায়িত হওয়ায় একটি বৃহৎ ও উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ ঘটবে এবং স্থানীয় সক্ষমতাকে বিশ্বব্যাপী সাফল্যে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি, প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান এবং যৌথ সমৃদ্ধির নতুন পথ সৃষ্টি করবে।’

জিজেইপিসির চেয়ারম্যান কিরীট ভনসালি বলেন, ‘শুষ্কমুক্ত প্রবেশাধিকারে আগামী ৩ বছরে যুক্তরাজ্যে ভারতের রত্ন ও গয়না রপ্তানি বর্তমান প্রায় ৭৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আমরা আশা করছি। এর ফলে, রপ্তানিকারক, উৎপাদক, এমএসএমই, কারিগর এবং ডিজাইনারদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।’ পূর্বাঞ্চলীয় চেয়ারম্যান পঙ্কজ পার্থেখ বলেন, গয়না নির্মাণ ও কারুশিল্পে কলকাতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এই চুক্তির সফল গ্রহণে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘সিইটিএ রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং উৎকৃষ্ট মানের গয়না ও কারুশিল্পের নিরিখে ভারতের সুনাম আরও সুদৃঢ় করবে।’



আলোচনা সভা : নিউ আলিপুর কলেজের আয়োজনে সাহিত্য ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে মনমুগ্ধকর এক বক্তব্য রাখেন বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এমনই এক আলোচনায় অয়ন ব্যানার্জি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মহাজীবন নিয়ে বক্তব্য রাখেন।



ঘরে ঘরে সংস্কৃত : সংস্কৃত ভাষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে আবশ্যিক করার লক্ষ্যে ১২ জুলাই সেবাশ্রম সংঘের রাজা শ্রীনাথ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত সংস্কৃতি সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুই প্রাণ–পুরুষ শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বান্বানন্দজি মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ(কার্তিক মহারাজ), এছাড়াও আশ্রমের পক্ষ থেকে ছিলেন দিব্যজ্ঞানানন্দজি মহারাজ। সংস্কৃত ভাষায় শপথ গ্রহণকারী বিধায়কদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিজ্ঞান–প্রযুক্তি ও একাধিক বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, শালতোড়ার বিধায়িকা চন্দনা বাউড়ি, ব্রিষ্কপুরের বিধায়িকা শুক্লা চট্টোপাধ্যায় এবং ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত শাউ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ডঃ গন্ধাধর বসু, বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের ধনপত রাম আগরওয়াল। এই অনুষ্ঠানের মূল বার্তা ছিল ঘরে ঘরে সংস্কৃত, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত।

খবি : নিজস্ব



ঐতিহ্য : পূর্ব বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক জনপদ দাঁইহাটে শতাব্দী প্রাচীন রথযাত্রা উৎসবে জনতার ঢল।

খবি : নিজস্ব



রথযাত্রা : বাঁকুড়া লালবাজার ইসকন নামহট–এর পরিচালনায় জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের রথ বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করলো। এই রথ লালবাজার থেকে বের হয়ে চকবাজার, মাদানতলা, কলেজ মোড়, চাঁদমারিডাঙ্গা, ভৈরব স্থান, লোকপুুর হয়ে রাজগ্রামে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়িতে যায়।

খবি : নিজস্ব

হাওড়ায়

নবনির্মিত রথ

সঙ্গম চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নন্দরপুর নওয়াপাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বারোয়ারী সমিতির পরিচালনায় ও গ্রামবাসীবৃন্দের সহযোগিতায় নবনির্মিত রথের দ্বার উৎখাটন করা হয় গৌড়ীয় মঠ মায়াপুরের সাধু সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে। নন্দরপুর মহাপ্রভুতলায় নন্দরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীনতম নিম গাছটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে। সেই নিম গাছের কাঠ দিয়েই তৈরি হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে রথযাত্রার শুভারম্ভ হয়।

প্রথম বছরেই কমিটির পক্ষ থেকে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। এদিন রথের দড়িতে টান দিতে ও মেলা উপভোগ্য করতে প্রচুর মানুষের সমাগম চোখে পড়ে।



রথ তৈরি করে সংসার চালাচ্ছেন রূপা

মলয় সুর : এ এক অনন্য লড়াইয়ের কাহিনী, বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, ‘যে রাঁধে সে ঢুলও বাঁধে’। সংসারের হাল ধরতে নিজ হাতে রথ তৈরি করে বিক্রি করছেন চুঁচুড়া



রবীন্দ্রনগর বাজারের রূপা চক্রবর্তী। টাকা থেকে শুরু তারপর ৩০০ টাকা দোকানটি তার বাবা রণজিৎ চক্রবর্তী তাকে দিয়েছিলেন। এটি ১৯৮৪ সালের দোকান। প্রায় ২০ বছর ধরে রথ তৈরি করে পাইকারী ও খুচরাে বিক্রি করছেন রূপা দেবী। তার রথ কিনতে বহু দূরদূরান্ত থেকে ক্রেতারা আসেন। জেলা ও জেলার বাইরে দোকানদাররা নিয়ে যান। যেমন– শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ব্যাডেল, জিরাট, ভদ্রেশ্বর। আবার দিল্লী, মহারাষ্ট্রে ও লোকেরা নিয়ে যান। এ কাজে জেলা সহযোগিতা করেন স্বামী তপন চক্রবর্তী। এই রথ আম কাঠ দিয়ে বানানো হয়, যাতে সহজেই ঘুন ধরে না যায়। রথের

টাকা থেকে শুরু তারপর ৩০০ টাকা পর্বান্ত। আর্থিক অনটনের কারণে সংসারের হাল ধরতে কাঁধে এই দায়িত্ব নিয়েছেন। তার এক ছেলে রাজ চক্রবর্তী কোননগর হীরালাল পাল কলেজে পড়ছেন। মেয়ে রিয়া সাহা চক্রবর্তীর বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের বাড়ি চুঁচুড়া কোদালিয়া–২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নিকটে। সারাটা বছর তিনি বিভিন্ন উৎসবে জিনিস বিক্রি করেন। যেমন– রথের পর স্বাধীনতা দিবসের পতাকা বিক্রি এবং জম্মাউমীতে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র বিক্রি, রাধী তৈরি প্রভৃতি। তবে বছরের এই সময়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন এই রথ তৈরির কাজে। সামনেই রথ উৎসবে

কবিতা		
ক্ষমতা ভীম ঘোষ এতদিন গর্ভের পরিমাপ খুঁজেছি আলো আধারির পথে আজ আর ইচ্ছে নেই, এখন কেবল দোষারোপের পালা এতদিন যা কিছু দিয়েছি, আদিম প্রবৃত্তির পাঠশালায় নাগরিক ভিড়ে ঘূমের গহনে হারিয়েছি নিজেকে। চলার পথে এত কিছু ভুল ছিল এলোমেলো স্বপ্নে। প্রদীপ নেবানো সেই রাত্তি, আমি বললাম মিথ্যে কিছু কথা জমাট বেঁধেছে বৃকে, যেমন তেমন শূণ্যতায় জনি এ বার উৎসব শুরু হবে, লতা পাতায় ইদানিং হুঙ্কার, বাঁচার প্রাসাদটুকু রক্ষা হচ্ছে না। (শতল, কলসা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)	ফিরে যাযো কোনো এক নিঃসীম সীমানায় সেই সৃষ্টির আদি রহস্যে । সেদিন আর ফিরে তাকানো নয়, ফেরা নয় পৃথিবীর কোন প্রান্তে (গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ আলিপুর, দঃ২৪ পরগণা)	চাঁ পার্শ্বসারথি সরকার কাপের ভেতর চা কাপে তোমার মন চৌটা ভিজ যায় উষ্ণ প্রেমে মিষ্টি চূষন কাপের ভেতর চা কাপে তোমার মন মন ভরে যায় উষ্ণ প্রেমে মিষ্টি আলিঙ্গন কাপের ভেতর চা কাপে তোমার মন শিরায় শিরায় উষ্ণ প্রেম মিষ্টি বন্ধন। (হরিদেবপুর, কল-৮২)
শুধুই আব্দুল হামান রাতটা এখন বৃষ্টি ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জোনাক গাঙ্গে বাঁশের বনে হৃদয়। নীরব ধারায় বাতাস ছড়ায় শীতের পরশ মাখা লাগছে ভালো দেখছি দূরে রাতে খামে একা। আমার সাথে কথা বলে জ্যোছনা ভরা চাঁদ আশার দূ-হাত ছুটে চলে জাগে মনের সাধ। আমার আমি খুঁজে বেড়াই এচেনার সেই পথে পাড়া তখন ঘুমিয়ে থিভেরা আছে গাঢ় রাতো॥ (রামশরনপুর, সীতারামপুর,দঃ২৪ পরগণা)	প্রেমিক প্রেমিকা বিক্রমজিৎ ঘোষ মেয়েটির মধ্যে একটা প্রেম জেগে উঠেছিল প্রেমিকের অপেক্ষায় সে সেদিন দাঁড়িয়েছিল — সে কারোরই হাত ধরতে পারে নি ফিরে গিয়েছিল গন্তব্যস্থলে । আরেকদিন সে এসেছিল — তবে কারোর অপেক্ষায় নয় কারোর হাত ধরতে নয় সেদিন তার দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার প্রেমিকের উদ্দেশ্যে । প্রেমিকার হাত দুটো একজন ধরেছিল মেয়েটি বুকেছিল তার নরম হাত দুটো হেলেদের কাছে কত আদরের — সে ছাড়াতে পারেনি তার হাতগুলো প্রেমিক তাকে টেনে নিয়েছিল বৃকে আর বলেছিল, চিরদিনের জন্য তুমিই আমার ॥ (রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া-৭১১ ১০১)	রূপবতী গায়ের বধূ রতন নন্দর শাড়িপরা গায়ের বধূর বড়োই মিষ্টি মুখ। হাসলে বৃষি বর্ণা নামে রামধনু রঙ সুখ মাটির কলস কাঁখে নিয়ে যখন যাটে যায় ঝুমুর ঝুমুর মধুর সুরে নুপুর বাজে পায়। সেই যে বধূ যার দু’চোখে স্পগ বোনে চাঁদ ভ্রমর কালো নয়ন মাঝে সোহাগ প্রেমের ফাঁদ হাসলে গালে টোল পড়ে তার সাজলে বাড়ে রূপ ভালোবাসার দেবালয়ে ছালে প্রেমের ধূপ কাজল-পরা গায়ের বধুর আলতা রাঙা পায় মেঘকুমারী রূপ দেখে তার বারেক ফিরে চায় (সরিষা, দঃ২৪ পরগণা)
শুধুই আব্দুল হামান রাতটা এখন বৃষ্টি ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জোনাক গাঙ্গে বাঁশের বনে হৃদয়। নীরব ধারায় বাতাস ছড়ায় শীতের পরশ মাখা লাগছে ভালো দেখছি দূরে রাতে খামে একা। আমার সাথে কথা বলে জ্যোছনা ভরা চাঁদ আশার দূ-হাত ছুটে চলে জাগে মনের সাধ। আমার আমি খুঁজে বেড়াই এচেনার সেই পথে পাড়া তখন ঘুমিয়ে থিভেরা আছে গাঢ় রাতো॥ (রামশরনপুর, সীতারামপুর,দঃ২৪ পরগণা)	একটু ওপরে ওঠো সঞ্জয় কুমার নন্দী মনে হল জীবনের প্রবেশদ্বার সভ্যতার উদ্ভূত আশ্রয়ানে আমরা হারিয়ে ফেলেছি সচেতনতার বার্তাকে আজ সভ্যতা সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে । বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ সীমাহীন সবুজ ধ্বংস হচ্ছে বার বার কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যস্ত জনমানবকে কলুষতাপূর্ণ অস্বচ্ছ বাতাসে জীবনের সেই প্রবেশদ্বার বন্ধ করে রাখছে ক্রমাগত বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে । মন অস্থির চঞ্চল রক্ষ চলার পথ সঙ্কটময় বন্ধুর আর বন্ধুর... জীবনের এই চলার প্রবেশদ্বারকে নির্মল স্বচ্ছ রাখতে মনের মহামানবকে খুঁজি — যা ঢাকা পড়ে না কুয়াশায় হাত বাড়ালেই যেন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যায় (দক্ষিণ শূঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)	রাতের মহিমা ভরত বৈদ্য গোধূলি সন্ধ্যার মিলন মূহূর্ত-ক্ষণে জোনাকি জাগে কাঞ্চনের ঐ বনে পাখী উড়ে ফেরে অজানা কোন খানে, জোছনা আলোয় তাকিয়ে আকাশ পানে। সাঁঝের ছায়া কাজলের মতো ঘিরে ধরে অবেলা ক্রমেই দূরে যায় স্নেহ সরে গাছ-সারি ঐ আবছা চান্নে দূরে সন্ধ্যা-প্রদীপে বরণ করে প্রতি ঘরে ধুনোর গন্ধে ভরাছে বাতাস জুড়ে দিনের দূরত্ব নিকটে এসেছে সরে। প্রতিদিন চলে এমনি নিয়মে খেলা বয়স ও সময়ে এক সাথে পথ চলা। কাজ সেয়ে সব একে একে যায় সরে নিস্তন্ধ নিশি ডুব দিয়েছে গভীরে। (মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)
সবই মিথ্যে অন্তরা ঘোষ কর্মকার মানুষ ই টানে সম্পর্কের মধ্যে ছেদ, ভালোবাসা র মধ্যে ও তাই প্রাচীর তুলে দেয় জাতিভেদ। হায়, মানুষেরই জাতি বিধানে বলি হয় মানুষ, তাই তো সে পারে না ফেলতে ছিঁড়ে ভক্ততার ঐ মুখোশ। ইতিহাস মুখ ঢাকে লজ্জায়, বৃকে জমা ঘৃণা মিশ্রিত খেদ। আমি যে ভালো বাসা র কবনে ফেঁটাতে চেয়েছি ফুল, কিন্তু বৃষি নি সেটা ছিল আমার ই বোঝার ভুল। ফিরে গেলাম চরম ব্যর্থভায়, মিথ্যেই ধরলাম জেদ॥ (নটবর পাল রোড, মনসাতলা, হাওড়া-৭১১ ১০১)	তবু তপন কুমার দাস বৃষ্টিতে ভিজছিল ঢোখ আর নাকের নোলক খুলে হেসেছিলো চাঁদ — তবু লগ্নব্রষ্টা মেয়েটাকে কেউ বাঁচাতে পারে নি — চিতা স্বলেছিল। (বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)	বৈরাগীর মত শুধু চেয়ে থাকি অখিল চন্দ্র পাল আধুনিক সভ্যতার সম্ভার কলুষিত পাশ্চাত্যের নীল সাগরের কালো স্রোতে আজ এদেশের শব্দত আল্টটায় – কালো মেঘে বিবর্ণ ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি সন্ধ্যা সূতহার অন্তর্বাণ খসে যাচ্ছে মাত্রলিক সনাতনি ধারাপাত থেকে প্রোতচ্ছায়ার কালপুরুষেরা ঘুরছে নব প্রজন্মের অন্তরাষ্ট্রায় ওরা ঘুরছে প্রতিনিয়ত রাজকারের মতো, বিনাশী বৈশে, বিভীষিকাময় আঘাতে কোন ট্রায়ফিক নেই এখানে সুস্থ চেতনা-সম্পন্ন বোধ, সচেতনাভাবা বোধ মানুষেও কালবন্যায় হারিয়ে যায় এ দেশ এ মাটি আজ শুধু কীসে-দানবদের আঘাতে। নিথর নিস্তন্ধ এ বিপ্লব বন্দনে বৈরাগীর আবেশে চেয়ে থাকি ঘনকালো অন্ধকারে — এই কী আমার স্বামীজি নেতাজীর জীবনী শক্তির অলঙ্কার ? (সুভাষ নগর, করিমগঞ্জ, আসাম)
ফিরবো না দত্তা রায় যেদিন ডাক আসবে, সেদিন আর কেউ আটকাতে পারবে না ওগো প্রিয় সখা, আজ হাত ধরো, পাশে বসো, চোখে রাখো চোখ, ভেসে যাও জ্যোৎস্নার সমুদ্রে । কিন্তু সেদিন, কেউ থাকবে না আমার সাথে, একা একা চোখ বন্ধ করে, সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে জ্যোৎস্নার সমুদ্রে অবগাহন করতে করতে	বৃষ্টি আসুক মিনু প্রধান মন্ডল এরিনা সুন্দরী বৃক্ষমাটা যন্ত্রনা আর ক'জন জানে! ক'জন জানে বাঁশফুলের ভাবুক মন? ঝরা বৃষ্টি কিঞ্চিৎ জানে অসহায় বৃষ্টিকে দুফোঁটা বৃষ্টি চায় না কামিনী অনর্গল চ্যাতক ডাকবে সময়। মেঘের গর্জনে এক ছুটে বেরিয়ে আসবে কমলার পোষা মুনিয়াটা, ঝলসানো টিটোটা ও পিয়লাফুল তখন ওদের চিবুক ধরে কলকল জলের শব্দে কতো কথা বলবে (শ্রীকলোনী, কলকাতা-৩২)	বিশ্ব জুড়ে সৌমিত্র বৃধু আমার বিশ্বজোড়া প্রাণ, আমার দেশের মান কোলাহলের হলহলে তা হয়ে যায় খান খান যখন বিশ্বজুড়ে প্রাণের ঝালায় বিয়োদগারে ভুজন ভরায় সুজন প্রাণে নিরসনে তা বর মাগি বিষ করি পান। আমার ভুজনভরা মনের দুয়ার ঝড়ের পিঠে হচ্ছে সওয়ার, খুঁজে নিতে প্রাণের সুজন মন করে আনচান। তাই, হাত দুখানি মনে মনে বাড়াই যখন আলিঙ্গনে, অনুভবের পরশ সুধায় ধন্য যে হয় মন-প্রাণ। (রামজীবনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর)

সৃষ্টিছাড়ার নবতম প্রযোজনা ‘বৃষ্টির ছায়াছবি’

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ মার্চ মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে অনুষ্ঠিত হল উত্তর কলকাতা সৃষ্টিছাড়ার নবতম প্রযোজনায় নাট্যকার মনোজ মিত্র রচিত এবং প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত নাটক ‘বৃষ্টির ছায়াছবি’। মনোজ মিত্রের নাট্যকার জীবনের একমম প্রথম দিকে লেখা এই নাটকটি ৫টি চরিত্রকে(ঈশিতা, চন্দনা, রাহুল, পুলিশ অফিসার ও বাসব) কেন্দ্র করে লেখা। বাসব নামের একটি ছেলে অতীতে নন্দিতা নামক একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে তার নিজের বাবাকে খুন করে। এরপর একটি মেন্টাল অ্যাসাইলাম হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরবর্তীকালে সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে সে এসে পৌঁছায় চন্দনা নামক একজন অভিনেত্রীর বাড়িতে, যে রাহুল নামের একজন প্রোডিউসারের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

এদিকে বাসব চন্দনাকেই নন্দিতা মনে করে তার নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু

চন্দনা কখনোই স্বীকার করে না যে সে নন্দিতা। কিন্তু পরবর্তীকালে বাসবের প্রাণের নিদারুণ কাহিনী শুনে চন্দনাও নিজেকে নন্দিতার আসনে বসিয়ে ফেলে এবং একটি মেয়ে কোন দুর্বিষহ পরিস্থিতির শিকার হলে এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে



পারে সেটা।ই চন্দনা অনুভব করে। পরবর্তীতে দেখা যায় প্রোডিউসার রাহুলের ভৎসনা সহ্য করেও সে বাসবের কাছ থেকে সরে যায় না। ইতিমধ্যেই ঘটনার টানাপোড়েনের মধ্যে এসে হাজির হন পুলিশ অফিসার, সে তখন চন্দনাকে বাসব

ও নন্দিতার পুরো কাহিনীটা বলেন এবং সন্দেহ প্রকাশ করেন যে বাসব পাগল নয়। চন্দনা অফিসারের কাছে ৫ মিনিট সময় চায় বাসবকে দিয়ে সত্যিটা স্বীকার করানোর জন্য। তারপরেই গল্পের মোড় অন্যদিকে ঘোরে, পুলিশ অফিসার

বেড়িয়ে যেতেই দেখা যায় চন্দনা বাসবকে দিয়ে সবটা স্বীকার করায় এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে এবং তাদের কথোপকথনের মধ্যে এইভাবে স্বীকার করার ভঙ্গিটিই এই নাটকের সবথেকে বড় প্রাপ্তি হয়ে থেকে যায় দর্শকদের মধ্যে। নাটকের পরিশেষে দেখা যায়

বাসবকে নিয়ে যায় পুলিশ এবং যে চন্দনা কিছুক্ষণ আগেই বাসবকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইছিল, বাসব চলে যাওয়ায় রেস্কে পড়ে সে। চন্দনার চরিত্রে লিপি বর্ধনের অভিনয় মনে দাগ কাটার মতো এবং অবশ্যই বলতে হবে বাসবের চরিত্রে অর্ধ্য দে এর অভিনয় এক আলোদা মাত্রা এনে দিয়েছে এই নাটকটিতে।

তার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে অভিনয় করেছে ঈশিতার ভূমিকায় রুশা ঘোষ, পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় শুভ্রদেব এবং অবশ্যই রাহুলের ভূমিকায় রূপম বারিক। এই পাঁচজনের অভিনয়শৈলী সত্যিই প্রশংসনীয়। পরিচালক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূচাক পরিচালনা এই নাটকটিকে এক অন্য রূপ দেয়। এর সাথে অত্যন্ত সাবলীল সেটে গনেশ দাস ও আলোয় রানা দাস। আবহে মুগাঙ্ক সরকাণ্ডও ব্যপোপযুক্ত। সব পরিশেষে বলা যায় সৃষ্টিছাড়ার এই নাটকটি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

বঙ্গ প্রতিভা সন্মান পেলেন সোমা চৌনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স কখনও প্রতিভার মাপকাঠি হতে পারে না। অধবসায়, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই সত্যাই আরও একবার প্রমাণ করলেন বাঁকুড়ার সোমা চৌনী। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা–কে সহজ–সরল বাংলায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর দীর্ঘ সাধনা। সংস্কৃত ভাষার জটিলতা কাটিয়ে গীতার মূল ভাব ও দর্শন অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলায় অনুবাদ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস অধ্যয়ন এবং গুরুজনদের পরামর্শে সেই কঠিন পথই সফলভাবে অতিক্রম করেছেন তিনি।

তাঁর এই অসামান্য উদ্যোগ ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। সর্বকনিষ্ঠ বাঙালি মহিলা হিসেবে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড এবং ন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ড–এর সন্মান অর্জনের পর এবার তাঁর



মুকুটে যুক্ত হল আরও একটি পালক। সম্প্রতি তিনি লাভ করেছেন ‘বঙ্গ প্রতিভা সন্মান’। বঙ্গ প্রতিভা সন্মান প্রাপ্তির পর বাঁকুড়া শহরের স্টেশন মোড় এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একটি বেসরকারি বি.এড. কলেজের শিক্ষিকা সোমা চৌনীর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতায় উঠে আসে তাঁর এই সাক্ষরোর নেপথ্যের সংঘামের গল্প। পাশাপাশি পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে কাজ করার ইচ্ছার কথাও জানান তিনি।



রথযাত্রার পবিত্র লগ্নে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ‘যাত্রা দর্পণ’–এর প্রকাশ, যাত্রার পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং যাত্রাপালার আনুষ্ঠানিক বুকিং–এর সূচনায় অংশগ্রহণ করলেন মাননীয়া মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

ছবি : বৃদ্ধদেব মিশ্র

প্রবাদপ্রতীম সমবায়ী স্বর্গীয় অজিত কুমার গাঙ্গুলির শতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ জুলাই বাঁকুড়া জেলা তথা রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের প্রবাদপ্রতীম ব্যাক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার গাঙ্গুলির ১০০তম জন্মদিন। যিনি প্রায় লিকুইডেশনের স্তরে পৌঁছে যাওয়া বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই ব্যাঙ্ককে অন্যতম সেরা ও আধুনিক ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করে রাজ্য ও দেশে সমবায় ক্ষেত্রে নানান সন্মান ও শিরোপাই শুধু ছিনিয়ে আনেননি, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন নানান অবিস্মরণীয় অবদান। বাঁকুড়া শহরে দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় অন্যতম সেরা হয়ে ওঠার পাশাপাশি, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামলেছেন শ্রীদুর্গা ব্যায়াম সমিতি ও রুদ্র সথ-এর যথাক্রমে সম্পাদক ও সভাপতির পদ। কয়েক দশক ডেলিগেট থাকার পাশাপাশি সামলেছেন বাঁকুড়া টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সম্পাদকের দায়িত্ব। বাঁকুড়া পৌরসভায় নির্বাচিত সদস্য ছিলেন ১৯৬৭-১৯৯০ সাল পর্যন্ত। এরই মধ্যে পৌরসভায় সামলেছেন ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ভাইস-চেয়ারম্যান ও ১৯৮১-র মাঝামাঝি সময় থেকে ১ বছরের কিছু বেশি সময় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। উনি চেয়ারম্যান থাকাকালীন শহরকে যানজট মুক্ত করতে, যেমন তামলীবাঁধ থেকে বাসস্ট্যান্ডকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গোবিন্দনগরে, ঠিক তেমনিই পৌরসভার পক্ষ থেকে স্টল তৈরি করে পথিপার্শ্ব প্রতিটি হকারের জন্য মাচানতলা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, গোলাপক, তামলীবাঁধ ও গোবিন্দনগরের অতি মূল্যবান সরকারি জমিতে জেলা প্রশাসনের সাহায্য ও সহযোগিতায় করে গেছেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি শহর উন্নয়নের কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্প আইডিসএসএমটির টাকা বরাদ্দ হিসেবে সেই সময় মঞ্জুর হয়ে এসে জমি অধিগ্রহণ করে করা হয়েছে দুর্গাপুর বাইপাস রোড তৈরি করা হয়েছে রাজগ্রামে দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণের রূপরেখা। তাছাড়াও বেশ কয়েকবছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেছেন বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও

হাসপাতালের রুগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব – আর সেই সময়কালে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশেষ করে প্রান্তিক পরিবারের মানুষজনদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে স্থাপিত হয়েছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ২০১৮ সালের ৩০ মার্চ অজিতবাবুর জীবনাবসান হলেও সমাজের বহু মানুষ শ্রদ্ধার সাথে আজও স্মরণ করে চলেছেন তাঁর সব অবস্মরণীয় অবদানের কথা।

এই রকম বহুখা গুণসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় অজিত



কুমার গাঙ্গুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর বহুমুখী অবিস্মরণীয় অবদানে বিশেষ করে সমবায় ব্যবস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগঠনে প্রান্তিক পরিবারগুলি এবং বিশেষভাবে মহিলারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তা নিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহ্বানে আজ বাঁকুড়া স্কুলভাঙায় মুজফ্ফর আহমেদ সরণিতে পরিপূর্ণ অনিলা দেবী ভবনের সভাগৃহে বর্ষব্যাপী জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পার্থ দে।

অজিত কুমার গাঙ্গুলির প্রতিকৃতিতে অধ্যাপক পার্থ দে, অজিতবাবুর পরিবারের সদস্য ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজনের মালদানের মাধ্যমে উদযাপন কমিটির সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের জেলা সভাপতি অসিত কুমার শর্মার পৌরহিতো অনুষ্ঠিত সভায় সমাজে তাঁর ব্যতিক্রমী সব অবদানগুলির কথা তুলে ধরে

১৮ জুলাই – ২৪ জুলাই, ২০২৬ আলিপুর বার্তা

বি টু বাংলা ও আলিপুর বার্তার সাংবাদিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ জুলাই সূর্য সেন মঞ্চে আয়োজিত হল সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বি টু বাংলা ডিজিটাল ও আলিপুর বার্তা পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে ১১ জুলাই এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, লেখক, গবেষক সহ শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত

সমগ্র অনুষ্ঠানে চিরদীপ সরদারের দক্ষ সঞ্চালনা ছিল উল্লেখ যোগ্য। সঞ্চালক চিরদীপ বাবুকে সহযোগিতা করলেন সঞ্জিত দাস ও কার্তিক সরকার।

অংশগ্রহণকারী বহু সাংবাদিক ও ছাত্রছাত্রীরা জানান বক্তাদের বক্তৃতাগুলি শুনে সকলেই খুব অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সকলের বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠে



সকল বিশিষ্টজনের সংবর্ধনা দেন প্রধান উদ্যোক্তা ভৃগুরাম হালদার, দীপক কুমার বণিক ও প্রণব ভূষণ গুহ। প্রশিক্ষকেরা তাদের সুন্দর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিশ্লেষণ করেন সত্যা নিষ্ঠার সাথে এই সমাজের প্রতি সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতা ও তার প্রয়োজনীয়তা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে হলেও এই কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ ছিল নজর করার মতো। এছাড়াও

আসে বর্তমানে এই রকম কর্মশালায় গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। উদ্যোক্তারা জানান ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ পেলে সাংবাদিকতায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রী ও আগ্রহী সাংবাদিকদের জন্য একদিনের বদলে কয়েকদিনের কর্মশালায় আয়োজন করতে পারেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কর্মশালায় সকল অংশগ্রহণকারীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। সুন্দর ও সুষ্ঠু এই সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষ হয় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে।

পাহাড়, জঙ্গল ও কুয়াশার আবহে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন সংযোজন হতে চলেছে ‘কুয়াশার আড়ালে’। পাহাড়, ঘন জঙ্গল এবং কুয়াশায় মোড়া প্রকৃতির অপূর্ব পটভূমিতে নির্মিত এই ছবিটি রহস্য, আগেণ এবং মানবিক সম্পর্কের এক অনন্য কাহিনি তুলে ধরবে। ছবিটির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন সুমিত দাস।

এই চলচ্চিত্রটির নির্মাণে দৃঢ়ভাবে পাশে রয়েছেন প্রযোজক আশিস চট্টোপাধ্যায়। তার আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থনেই ছবিটি বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থহহ বিষয়বস্তু এবং নান্দনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে সমকালীন বাংলা সিনেমায় একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলাই এই ছবির লক্ষ্য।

‘কুয়াশার আড়ালে’-তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবণী, সায়ন্তন, মির্দন এবং রেনিসা। প্রত্যেকেই তাঁদের অভিনয়ের মাধ্যমে গল্পকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। ছবির



কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন রেনিসা, যার মাধ্যমে বড় পর্দায় তার অভিষেক ঘটিছে। সংবেদনশীলতা, দৃঢ়তা এবং আবেগে ভরপুর এই চরিত্রে তার অভিনয় দর্শকদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলেবে বলেই নির্মাতাদের বিশ্বাস।

ছবি প্রসঙ্গে লেখক ও পরিচালক সুমিত দাস বলেন, ‘কুয়াশার আড়ালে’ শুধুমাত্র একটি রহস্যের গল্প

নয়; এটি মানুষের অনুভূতি, সম্পর্ক এবং অজানার সন্ধানের গল্প। এই ছবিতে পাহাড়, জঙ্গল ও কুয়াশা যেন নিজেই একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। আশিস চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক সমর্থন ছাড়া এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হত না। পাশাপাশি বড় পর্দায় রেনিসার আত্মপ্রকাশ নিয়েও আমি অত্যন্ত আশাবাদী। অসাধারণ প্রাকৃতিক লোকেশন, শক্তিশালী অভিনয়,

আবেগঘন চিত্রনাট্য এবং রহস্যময় পরিবেশ–সব মিলিয়ে ‘কুয়াশার আড়ালে’ বাংলা চলচ্চিত্রেপ্রেমীদের জন্য এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। ছবিটির টিজার, ট্রেলার এবং মুক্তির দিগ্গঞ্ণ খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় রয়েছেন সুমিত দাস ও চিত্রগ্রহণ সৈকত মাইতি।

আগুণ কাচে

ভারতের খেলা
ভারতের পুরুষ ফুটবল দল বিশ্বকাপে খেলা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে। ১২ই ও ১৫ই নভেম্বর ম্যাচ দুটি হবে। অকল্যান্ডে হবে প্রথম ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে ক্রাইস্টচার্চে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন। সফরের মাঝেই দু’দেশের মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ১০০ বছরের সম্পর্ক উদ্‌যাপন উপলক্ষে ম্যাচের কথা ঘোষণা করা হয়। এই প্রথম ভারতীয় ফুটবল দল নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে।

দিব্যাংশীর সোনা
ইউরোপীয়ন ওপেন জুনিয়র স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে, মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৩ বিভাগে ভারতের দিব্যাংশী জৈন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। জার্মানির হ্যামবার্গে, একটি সোনা ও দুটি ব্রোঞ্জ সহ ভারত এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩ টি পদক পেয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৩ বিভাগের ফাইনালে, শীর্ষ বাছাই দিব্যাংশী, মিশরের তালিয়া এসলামকে ১২-১০, ১১-৯, ১১-২ গেমে হারিয়ে দেন। ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৩ বিভাগে, প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ওঠার সুবাদে অ্যারন আরন্তন ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন।

সূর্যের রূপো
দবায় ফিশার র‍্যান্ডম সুইস চ্যাম্পিয়নশিপ র‍্যাপাড প্রতিযোগিতায় ভারতের বখীয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গাঙ্গুলি রূপো জিতেছেন। ব্রোঞ্জ জিতেছেন দেশেরই আরেক গ্র্যান্ডমাস্টার কৃষ্ণন শশীকিণ্ণ। সুইজারল্যান্ডের বিয়েলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ৭ রাউন্ডের ম্যাচে সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ করেন সূর্য। একই পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন শশীকিণ্ণ।

ভারত তৃতীয়
ইতালির লোনাতোতে আইএসএসএফ শটগান বিশ্বকাপে ভারত একটি সোনা নিয়ে পদকতালিকায় তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুঝাঝে তৃতীয় স্থান পেয়েছে ভারত। এটিই প্রতিযোগিতায় ভারতের একমাত্র পদক। অস্ট্রেলিয়াও পেয়েছে একটি সোনা।

সিনার চ্যাম্পিয়ন
উইম্বলডন টেনিসে, পুরুষদের সিঙ্গেলসে ইতালির ইয়ানিক সিনার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই সিনার, দ্বিতীয় বাছাই জার্মানির আলেকজান্ডার জভেরেভকে ৬-৭ (৭-৯), ৭-৬ (৭-২), ৬-৩, ৬-৪ সেটে হারিয়ে শিরোপা জয় করেন। একইসঙ্গে তিনি গ্র্যান্ড স্ল্যামে নিজের শততম ম্যাচ জয়ের মাইলফলকও স্পর্শ করলেন।

পাঞ্জাবের কোচ
আইএসএল ফুটবলে অংশগ্রহণকারী ক্লাব পাঞ্জাব এফসি, গ্রিসের প্যাভলস ডারমিটজাকিসকে তাদের নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে। ৫৭ বছর বয়সী প্যাভলস, গ্রিক সুপার লিগ ২ এর ক্লাব পানিওনিস এফ সি থেকে পাঞ্জাব এফ সি তে যোগ দিচ্ছেন। পাঞ্জাবের সঙ্গে তার দুই বছরের চুক্তি হয়েছে।

নসকোভার খেতাব
লন্ডনের সেন্টার কোর্টে মহিলাদের সিঙ্গেলসের ফাইনালে স্বদেশি ক্যারোলিনা মুচোভাকে ৬-২, ৫-৭, ৬-৩ সেটে পরাজিত করে চেক প্রজাতন্ত্রের ২১ বছর বয়সী লিভ্‌ডা নসকোভা তাঁর প্রথম উইম্বলডন গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতেছেন।

মিস্ত্র ডাবলস
উইম্বলডনে মিস্ত্র ডাবলসে শিরোপা জিতেছেন মার্সেলো আভোলো এবং জেলেনো ওস্তাপেঙ্কা জুটি। সেন্টার কোর্টে ১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটের রুদ্দম্বাস লড়াইয়ে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার জুটি স্টর্ম হাট্টার ও মার্ক পোলম্যানসকে ৪-৬, ৭-৫, ৬-২ সেটে হারিয়ে দেন।

ইউরোপের মাটিতে ভারতীয় ফুটবলের নতুন ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বছর আগে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ফাইনালের মঞ্চে। সেই আক্ষেপই যেন এবার শক্তিতে বদলে ফেলল মিনার্ভা অ্যাকাডেমি এফসি। ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি কাপে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়ে ফাইনালে স্বাগতিক ক্লাব এইচজেকে-কে ১-০ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল ভারতীয় দল। এই প্রথম কোনও ভারতীয় ক্লাব এই মর্যাদাপূর্ণ যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ট্রফি নিজেদের দখলে আনল।

শুধু ট্রফি জয়ই নয়, গোটা টুর্নামেন্ট জুড়েই প্রতিপক্ষের উপর কার্যত আধিপত্য বিস্তার করেছে মিনার্ভা। গ্রুপ পর্ব থেকে নকআউট, প্রতিটি ম্যাচেই আক্রমণাত্মক ফুটবলে মুগ্ধ করেছে তারা। একের পর এক বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি গোলের সংখ্যাতো ছিল রেকর্ড ছোঁয়ার ছাপ। এফসি ভালন্টির বিরুদ্ধে ৬-১, হেলসিঙ্কিন পাল্লোসেউরার বিরুদ্ধে ৯-১ এবং হিবিকে-র বিরুদ্ধে ১১-০ গোলের বিশাল জয় তুলে নেন তারা। এরপর নকআউট পর্বেরও একই ছন্দ বজায় রেখে শেষ ৩২-এ ১৯-০, কোয়ার্টার ফাইনালে ৬-০ এবং

সেমিফাইনালে ৯-০ ব্যবধানে জয় তুলে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে মিনার্ভা। আক্রমণভাগে টি



কিপগেন, ইয়োহেনবা, রিমোসন, হাওকিপ, নংদ্রেন, পাইখোম্বাদের পারফরম্যান্সই প্রতিপক্ষের রক্ষণকে বারবার ভেঙে দিয়েছে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে অবশ্য আগের ম্যাচগুলোর মতো সহজ রাস্তা ছিল না।

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন এইচজেকে

শুরু থেকেই কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। তবে গোটা ম্যাচে বৈধ ধরে খেলেই সুযোগ কাজে লাগায়

নির্ধা ১০০ বছর বয়সি এই ম্যাচের ইতিহাসে একমাত্র গোলের সুবাদে শেষ পর্যন্ত ১-০ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে ট্রফি নিজেদের করে নেয় ভারতীয় দল। গতবার যেখানে রানার্স হয়েই থামতে হয়েছিল, সেখানে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিনল্যান্ড ছাড়ল তারা। ইউরোপে মিনার্ভার সাফল্যের তালিকা ক্রমেই

দীর্ঘ হচ্ছে। এর আগে নরওয়ে কাপ, ডেনমার্কের ডানা কাপ এবং স্পেনের এমআইসি কাপে নজরকাড়া

ব্রাজিলের সিরি ‘এ’ লিগে খেলার অভিজ্ঞতা থাকা মিশুয়েল এশিয়ার ফুটবল মহলে প্রথম পরিচিতি পান বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে খেলতে এসে। টানা তিন বছর সেই ক্লাবের হয়ে সফল সময় কাটানোর পর গত মরসুমে ভারতে যোগ দেন। প্রথম বছরেই ইন্সব্রেন্সের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে দলকে আইএসএল শিরোপা জেতানোর পাশাপাশি প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলারের সম্মান, অর্থাৎ ‘গোল্ডেন বল’ জিতে নেন। গত মরসুমে ১২ ম্যাচে দুটি গোল করার পাশাপাশি পাঁচটি গোলে সরাসরি সহায়তা করেছিলেন তিনি।

চুক্তি সহায়ের পর ব্রাজিল থেকে মোহনবাগানের মিডিয়া

রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে সেরার মুকুট ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) কমপ্লেক্সে চার দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে পর্দা নামল ৭৪তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর। তবে শুধু একটি প্রতিযোগিতা শেষ হলো না, রাজ্যের অ্যাথলেটিক্স ইতিহাসে যোগ হলো নতুন এক অধ্যায়। অভূতপূর্ব ৩৬টি নতুন ‘মিট রেকর্ড’ গড়ে এই আসর হয়ে উঠল প্রতিযোগিতার ইতিহাসের অন্যতম সফল সংস্করণ। রেকর্ডের বন্যা, নতুন

নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মতো প্রতিভার অভাব নেই বাংলায়।

সামগ্রিক চ্যাম্পিয়নশিপে আধিপত্য বজায় রেখে সেরার মুকুট জিতেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। লাল-হলুদ শিবির সংগ্রহ করেছে ৯০৪.৫ পয়েন্ট। ৬২০.৫ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স-আপ হয়েছে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। পুরুষ, মহিলা এবং বয়সভিত্তিক একাধিক বিভাগে ইস্টবেঙ্গলের ধারাবাহিক সাফল্যই তাদের শিরোপা জয়ের ভিত্তি গড়ে দেয়।



প্রতিভার উত্থান এবং বিভিন্ন বিভাগে উচ্চমানের পারফরম্যান্স রাজ্যের অ্যাথলেটিক্সের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা, ক্লাব, অফিস দল এবং অনুমোদিত ইউনিটের ১,৪০০-রও বেশি অ্যাথলিট অংশ নেন। চার দিন ধরে ট্র্যাক ও ফিল্ডে দেখা যায় তুমুল লড়াই। একের পর এক রেকর্ড ভাঙার মধ্য দিয়ে রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা প্রমাণ করে দেন, জাতীয় মঞ্চে

পুরুষ বিভাগে ১৩৩ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল, যেখানে মোহনবাগান দ্বিতীয় স্থানে। মহিলা বিভাগেও ১২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে শীর্ষে থেকেছে লাল-হলুদ শিবির। অনূর্ধ্ব-২৩ মহিলা বিভাগে অবশ্য সেরা হয়েছে মোহনবাগান। বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলিটরাও নজরকাড়া পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত পুরস্কারের ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল ছিলেন

একাধিক অ্যাথলিট। পুরুষদের সেরা অ্যাথলিট নির্বাচিত হয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের অমিত্র ঘোষ। লং জাম্পে তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্স তাঁকে ১০৭০ পয়েন্ট এনে দেয়। মহিলাদের সেরা অ্যাথলিটের সম্মান পেয়েছেন মোহনবাগানের তাহরা খাতুন। ৪০০ মিটার দৌঁড়ে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল অনবদ্য, যার জন্য তিনি ১০১৯ পয়েন্ট অর্জন করেন।

চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম বড় সাফল্য তাহরা খাতুনের বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নেওয়া। এই প্রতিযোগিতার পারফরম্যান্সের সুবাদে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। একই সঙ্গে সিনিয়র পুরুষদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে দীপ পণ্ডিত ৪১ বছরের পুরনো মিট রেকর্ড ভেঙে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন। দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অটুট থাকা রেকর্ড ভেঙে তিনি রাজ্যের অ্যাথলেটিক্সে নতুন ইতিহাস রচনা করেন।

এছাড়াও সিস্টার্স দাস, কর্ণ বাগ এবং মোহর মুখার্জির মতো অ্যাথলিটদের পারফরম্যান্সও বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে নতুন রেকর্ড এবং উচ্চমানের প্রতিযোগিতা প্রমাণ করেছে যে বাংলার অ্যাথলেটিক্সে নতুন প্রজন্ম দ্রুত নিজেদের জায়গা তৈরি করেছে। চার দিনের এই প্রতিযোগিতা শেষ হলেও এর রেশ দীর্ঘদিন থাকবে রাজ্যের ক্রীড়ামহলে। ৩৬টি নতুন মিট রেকর্ড, রেকর্ড সংখ্যক অংশগ্রহণকারী এবং একঝাঁক প্রতিভাবান অ্যাথলিটের উত্থান-সব মিলিয়ে ৭৪তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ হয়ে থাকল এক স্মরণীয় মাইলফলক। বাংলার অ্যাথলেটিক্স যেন নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর পথে, এই প্রতিযোগিতা যেন তারই শক্তিশালী বার্তা দিয়ে গেল।

তিন প্রধানের দাপটেই শুরু কলকাতা লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ফুটবল লিগের নতুন মরসুমের প্রথম পর্বের ময়দানের তিন প্রধান জানিয়ে দিল, শিরোপার লড়াইয়ে তারা কেউই এক হিঁসে জমি ছাড়তে রাজি নয়। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহম্মেডান স্পোর্টিং— তিন দলই নিজদের প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নিয়ে মরসুমের সূচনা করল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। তিন দলের জয় যেমন সমর্থকদের উজ্জ্বল বাড়িয়েছে, তেমনই লিগের শুরুতেই জমে উঠেছে শিরোপার লড়াই।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল সবচেয়ে পরিণত ফুটবল খেলোয়াড় ৩-০ গোলে হারিয়েছে হোসে রামিরেজ ব্যারেটোর জিসে টেলিগ্রাফকে খোলেভাড হিঁসে বহু কলকাতা ডার্বির নায়ক ব্যারেটোর কোচিং কেরিয়ারের প্রথম কলকাতা লিগ ম্যাচ সুখের হলো না। শুধু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল লাল-হলুদের হাতে। একাধিক সুযোগ নষ্ট না হলে ব্যবধান আরও বড় হতে পারত।

ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম গোল

করেন জেসিন টিকে। পি ভি বিশ্বর্ষ সঙ্গে দুর্দান্ত ওয়ান-টু খেলে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন তিনি। দ্বিতীয় গোলের নেপথ্যে ছিলেন জেসিন। তাঁর পাস থেকে সুমন দে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। স্পট কিং থেকে গোল করেন জোসেফ জার্সিন। ম্যাচের শেষদিকে পরিবর্ত হিসেবে নেমে তৃতীয় গোলাটি করেন বেলাল। যদিও জর্জ টেলিগ্রাফের গোলরক্ষক সংগ্রামজিৎ চৌধুরী একাধিক অসাধারণ সেভ করে দলের হারের ব্যবধান অনেকটাই কমিয়ে রাখেন।

অন্যদিকে, মোহনবাগানও নতুন মরসুম শুরু করেছে বড় জয় নিয়ে। মামণি পাঠচক্রকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে স্নেহ সবুজ-মেরুন। প্রথমার্ধে একাধিক সুযোগ নষ্ট করলেও ২১ মিনিটে কিয়ান নাসিরির গোলে এগিয়ে যায় বাগান। দ্বিতীয়ার্ধে সুহেল ভাট ব্যবধান বাড়ান। যোগ করা সময়ে সায়ন ব্যানার্জি ও বিভান জোতি লস্কর আরও দুটি গোল করে জয়কে

আরও উজ্জ্বল করে তোলেন। বিশেষ করে সায়ন ব্যানার্জির পারফরম্যান্স নজর কাড়ে। গোটা ম্যাচে আক্রমণের অন্যতম ভরসা ছিলেন তিনি। গোলও পেরেছেন। তবে মোহনবাগানের খেলায় এখনও কিছু জায়গায় উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে আক্রমণের শেষ মুহুর্তে গতি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা চোখে পড়ছে। পাশাপাশি বৃষ্টিভেজা ম্যাচে মোহনবাগান মার্চের কৃত্রিম আলোর দুরবস্থাও নজরে আসে। আলো কম থাকায় ফুটবলারদের পাশাপাশি দর্শকদেরও কিছুটা সমস্যা পড়তে হয়। সবচেয়ে নাটকীয় জয় এসেছে মহম্মেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচে। ঘরের মাঠে রেনবোর বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্ধে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে ৩-১ গোলে জেতে সাদা-কালো ব্রিগেড। জোজোর গোলে বিবতির আগে এগিয়ে ছিল রেনবো। প্রথম ৪৫ মিনিটে মহম্মেডানের খেলায় ছন্দের অভাব স্পষ্ট ছিল।

কিন্তু বিবতির পর যেন সম্পূর্ণ

বদলে যায় ম্যাচের চিত্র। একের পর এক আক্রমণে রেনবোর রক্ষণ ভেঙে দেন মহম্মেডানের ফুটবলাররা। জুয়েল, ফারনিন এবং ইসরাফিলের গোলে ম্যাচ ঘুরিয়ে ৬-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে সাদা-কালো শিবির। এই জয়ে গ্রুপ বি-এর শীর্ষেও উঠে এসেছে মহম্মেডান। এই জয় মহম্মেডানের কাছে শুধু তিন পয়েন্ট নয়, মানসিক দিক থেকেও বড় স্বস্তির। মার্চের বাইরে দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক অনিশ্চয়তা, স্পনসরের অভাব, ফুটবলারদের বকেয়া এবং নতুন ফুটবলার নথিভুক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞার মতো একাধিক সমস্যায় জর্জরিত ক্লাব। আগামী মরসুমে তারা আইএসএল খেলবে, নাকি আই-লিগে নামবে, সেই প্রশ্নও এখনও অমীমাংসিত। সম্প্রতি ক্লাবের সভাপতি হিহিরে দায়িত্ব নিয়েছেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। নতুন প্রশাসনের অধীনে এই জয় মহম্মেডানের জন্য ইতিবাচক বার্তা বলেই মনে করছেন ফুটবলমহলের অনেকে।

সোনার বলের মালিক মিশুয়েল এবার সবুজ-মেরুনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপের আবেহের মধ্যেই ভারতীয় ফুটবলে বড় চমক। গত আইএসএলের ‘গোল্ডেন বল’ জয়ী ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিশুয়েল ফিগুয়েরা দামাসোনাকে দলে নিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ২৬ বছর বয়সি এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের সঙ্গে দু’বছরের চুক্তি করেছে সবুজ-মেরুন শিবির। নতুন মরসুমে মাঝমাঠে সুজনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি আক্রমণভাগে আরও ধার আনতেই এই তারকাকে দলে ভিড়িয়েছে আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা।

ব্রাজিলের সিরি ‘এ’ লিগে খেলার অভিজ্ঞতা থাকা মিশুয়েল এশিয়ার ফুটবল মহলে প্রথম পরিচিতি পান বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে খেলতে এসে। টানা তিন বছর সেই ক্লাবের হয়ে সফল সময় কাটানোর পর গত মরসুমে ভারতে যোগ দেন। প্রথম বছরেই ইন্সব্রেন্সের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে দলকে আইএসএল শিরোপা জেতানোর পাশাপাশি প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলারের সম্মান, অর্থাৎ ‘গোল্ডেন বল’ জিতে নেন। গত মরসুমে ১২ ম্যাচে দুটি গোল করার পাশাপাশি পাঁচটি গোলে সরাসরি সহায়তা করেছিলেন তিনি।

চুক্তি সহায়ের পর ব্রাজিল থেকে মোহনবাগানের মিডিয়া টিমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নতুন ক্লাব ও সমর্থকদের নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস লুকোননি মিশুয়েল। তাঁর কথায়, “মোহনবাগানের সমর্থকরা অনেকটা ব্রাজিলের সমর্থকদের

মতোই আবেগপ্রবণ। কলকাতায় এক বছর খেলেছি, তাই জানি এই ক্লাবের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা কতটা গভীর। তারা শুধু জিততে চান, চ্যাম্পিয়ন হতে চান। সেই প্রত্যাশার চাপ নিয়েই খেলতে



আমি ভালোবাসি। সবুজ-মেরুন জার্সি পরে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি।”

মোহনবাগানের প্রস্তাব পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিয়েছিলেন বলেও জানিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। “প্রথমেই বিষয়টি স্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। দেশের সেরা ক্লাবের প্রস্তাব, তাই ভালোভাবে ভেবেছি সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলাম।

কয়েকদিন আলোচনা করার পর শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানেই যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই,” বলেন তিনি।

সবুজ-মেরুন জার্সিতে তাঁর লক্ষ্যও স্পষ্ট। শুধু আইএসএল নয়, ডুরান্ড কাপ, সুপার কাপ—প্রতিটি প্রতিযোগিতাতেই শিরোপা জেতাই লক্ষ্য। মিশুয়েলের কথায়, “আমি গোল করার চেয়ে সতীর্থদের দিয়ে গোল করাতে বেশি ভালোবাসি। এবার জেমি ম্যাকলারেনের মতো স্ট্রাইকারকে পাশে পাব। ওর সঙ্গে মাঠে কিছু বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করতে চাই।”

কলকাতা ডার্বির গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। গত মরসুমে প্রতিপক্ষ হিসেবে সেই আবহ অনুভব করেছেন। এবার সেই ম্যাচে নামবেন সবুজ-মেরুন জার্সিতে। তাঁর বার্তা, “ডার্বির গুরুত্ব আমি জানি। এই ম্যাচ জিতলে সমর্থকদের পুরো সপ্তাহটা আনন্দে কাটে, আর হারলে কষ্টে। সেই কষ্ট তাঁদের দিতে চাই না। যেখানে, যে প্রতিযোগিতাতেই ডার্বি হোক, জেতানোর জন্য নিজের শতভাগ উজাড় করে দেব।”

নতুন মরসুমের আগে এই সইকে মোহনবাগানের অন্যতম বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে। গত মরসুমের সেরা ফুটবলারকে দলে টেনে সবুজ-মেরুন যে মাঝমাঠকে আরও শক্তিশালী করল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন দেখার, সোনার বল জেতা সেই ফুটবলার সবুজ-মেরুন জার্সিতেও একই জাদু দেখিয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারেন।



বয়স একটা সংখ্যা মাত্র। বাগনানের পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সংঘের ‘যোগের আলয়’ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুই ছাত্রী সেটা প্রমাণ করে দেখালেন। ১১ জুলাই দিখার দিখাত্রী ইন্টারন্যাশনাল অডিটোরিয়ামে ভারতীয় জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার পানিত্রাসের এই যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুই ছাত্রী সোমা ভৌমিক ও নমিতা জানা ৪৬-৫০ বছর বয়সী মহিলা বিভাগে যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। এই প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল ইউনিভার্সাল যোগ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। এই প্রতিযোগিতায় অসম, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গোয়া এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রায় ৬৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। সারা বছরব্যাপী নানা জনসেবামূলক কাজ করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যে এলাকাবাসীরা উচ্ছ্বসিত।

—অসীম কুমার মিত্র

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

প্রকাশিত

দেশলোকে

ভারত কেশরী

শ্যামাপ্রসাদ

লিখেছেন :

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তথাগত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পঞ্চজ কুমার রায়, অমিতাভ সেন, ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, প্রিয়ম গুহ, বরুণ দাস, ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডা, প্রণব গুহ, শান্তনু সিংহ

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে



www.alipurbarta.org



facebook.com/alipur.barta.5



9088703044



alipurbarta1966@gmail.com



alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন’হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com